NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ পাতা ফুরোল জীবনের, প্রয়াত ভেস পেজ

ফের নিম্নচাপের চোখরাঙানি, দুর্যোগের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে ৩

কলকাতা ১৫ অগস্ট ২০২৫ ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.08.2025, Vol.19, Issue No. 67, 8 Pages, Price 3.00

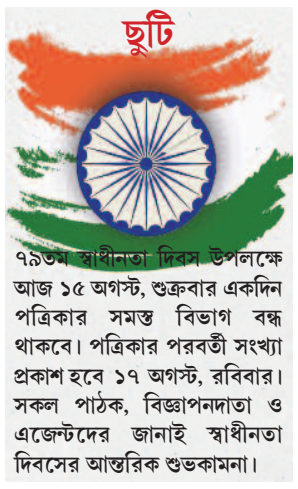

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজ ১৫ অগস্ট, শুক্রবার একদিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ হবে ১৭ অগস্ট, রবিবার। সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টদের জানাই স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভকামনা।

মৃত্যুর বান ভূস্বর্গে

মেঘভাঙা বৃষ্টির বলি ৪৬, শোক মোদীর

শ্রীনগর, ১৪ অগস্ট: উত্তরাখণ্ডের পর এবার জম্মু-কাশ্মীর। মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে বিরাট দুর্যোগ কাশ্মীরের চাসোটিতে। অন্তত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে উদ্ধারকারী দল। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ১০০ জনকে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। দুশো জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দুর্যোগের খোঁজখবর নিয়েছেন। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে তিনি জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। উদ্ধারকাজ চলছে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, মাছাইল মাতা যাত্রা শুরু হয় এই চাসোটি থেকে। সেই উপলক্ষে অনেক পুণ্যার্থী জড়ো হয়েছিলেন ওই গ্রামে। তাবুঁ খাটিয়ে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। হড়পা বানে সেই সব তাঁবু ভেসে গিয়েছে। ফলে অনেকের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেখানে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাস্তা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, কিস্তওয়ারের ডিসির সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গেও কথা বলেছেন। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'চাসোটি এলাকায় বিরাট মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয়েছে, তার জেরে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থলে। উদ্ধার করার পরে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' সূত্রের খবর, জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সেনা, পুলিশ সকলকেই উদ্ধারকাজে শামিল হতে নির্দেশ দিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল। সূত্রের খবর, কর্তব্যরত দুই সিআইএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ আরও দুই। কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কতজনের মৃত্যু হয়েছে সেই নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। আপাতত সেদিকটি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। পরিস্থিতি যতখানি গুরুতর, তাতে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। চাসোটি এলাকার একাধিক সড়ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ছবি ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং তার জেরে বিপর্যয়ের কারণে বাতিল করা হয়েছে এবছরের মাছাইল মাতা যাত্রা।

পুজোয় মেট্রো উপহার মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: দুর্গাপুজোর আগে 'ঐতিহাসিক উপহার'। ২২ অগস্ট দমদমে প্রশাসনিক কর্মসূচির মাধ্যমে চালু হবে শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড, বেলেঘাটা-রুবি এবং নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ রুট।

চলতি মাসেই তিনটি নতুন মেট্রো রুট উদ্বোধনের জন্য কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ২২ অগস্ট দমদমে প্রশাসনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনটি রুটের উদ্বোধন করবেন তিনি।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন তিনটি রুট হল, শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড, বেলেঘাটা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি) এবং নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর। এতে গ্রিন লাইন ১ ও ২, এবং রুবি-মুখপথ সংযুক্ত অরেঞ্জ লাইনের মাধ্যমে ইয়েলো লাইন পরিষেবা সম্প্রসারিত হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার সামাজিক মাধ্যমে খবরটি প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, দুর্গাপুজোর আগে এটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য 'ঐতিহাসিক উপহার'। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণও পাঠানো হয়েছে।

উদ্বোধনের পাশাপাশি

প্রধানমন্ত্রী হাওড়া মেট্রো স্টেশনের সাবওয়েও চালু করবেন। রেলের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের বাজেটেই পশ্চিমবঙ্গে ১৩,৯৫৫ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দ রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৮৩, ৭৬৫ কোটি টাকার রেল পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নের কাজ চলছে। ১০১টি স্টেশনকে বিশ্বমানের রেলস্টেশন হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৯টি 'বন্দে ভারত' এবং ২টি 'অমৃত ভারত' ট্রেন চলা শুরু হয়েছে।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় ২২ অগস্টের কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এর আগে তিনি ২৯ মে আলিপুরদুয়ার এবং ১৮ জুলাই দুর্গাপুরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গের মর্যাদার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কন্যাশ্রী দিবসের মঞ্চ থেকে ফের বাংলার মর্যাদা ও ঐতিহ্যের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলাদেশি বলে অপমান করা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সম্প্রতি নয়ডায় এক প্রযুক্তিবিদকে কেবল বাংলায় কথা বলার জন্য হোটেলে প্রবেশে বাধা দেওয়ার ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'যদি আমরা অন্য ভাষাকে সম্মান করি, তবে আমাদের ভাষার প্রতি কেন অসম্মান?'

তিনি ছাত্রীদের মাতৃভাষা বাংলা অগ্রাহ্য না করার আহ্বান জানান। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পঞ্জাব ও বাংলার অবদান স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আন্দামানের সেলুলার জেলে আজও এই দুই রাজ্যের বিপ্লবীদের সংগ্রামের স্মৃতি জীবন্ত। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অবদানও তুলে ধরেন।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ানও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ড্রপআউট হার একাধিক গুণে কমেছে। উচ্চমাধ্যমিকে ১৫.৪২ শতাংশ থেকে ৩.১৭ শতাংশে, মাধ্যমিকে ১৬.৩২ শতাংশ থেকে ২.৯ শতাংশে

নেমে এসেছে। বর্তমানে ৯৩ লক্ষ ছাত্রী কন্যাশ্রীর আওতায়, আগামী বছর তা এক কোটিতে পৌঁছবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এতদিনে এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা।

অভিভাবকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা- মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে না দিয়ে পড়াশোনায় উৎসাহিত করুন, আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করুন। সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল বিতরণ ও গবেষণার জন্য ইউজিসি অনুদান বন্ধ হওয়ায় রাজ্যের নিজস্ব অর্থায়নের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, এ বছর কন্যাশ্রী প্রকল্প ১২ বছরে পা দিল। ইউনেস্কো স্বীকৃত এবং রাষ্ট্রসংঘ পুরস্কারপ্রাপ্ত এই প্রকল্পে এতদিনে রাজ্যের ৯৩ লক্ষাধিক ছাত্রী উপকৃত হয়েছে, যাদের হাতে পৌঁছেছে প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার কোটি টাকা।

গণ্য হবে আধারও, ঘোষণা সুপ্রিমের

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: বিহারে বাদ ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম, প্রামাণ্য নথি হিসাবে গণ্য হবে আধার কার্ড। পুনর্বিবেচনার আবেদনে আধার জমা করতে পারবেন ভুক্তভোগীরা। এই মর্মে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি বের করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি কেন নাম বাদ দেওয়া হয়েছে সেই কারণ উল্লেখ করে তালিকা প্রকাশেরও আদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে লক্ষণীয়, কেবল বাসস্থানের প্রমাণ হিসাবে আধার কার্ডকে বিবেচনা করা হবে ভোটার তালিকায় নাম থাকার জন্য। নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে আধার গৃহীত হবে, এমনটা বলেনি শীর্ষ আদালত। আগামী ২২ অগস্ট, শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

আমজনতাকে স্বস্তি দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম ফের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে আধার কার্ডও প্রামাণ্য নথি হিসাবে গৃহীত হবে। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে এই পদক্ষেপগুলি করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

ধৃত এক

■ সল্টলেকে পথ দুর্ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ডেলিভারি বয়ের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার গাড়িচালক। ধৃতের নাম বিনোদ রায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বিনোদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া এলাকা থেকে। বুধবারের ঘটনার পর সেখানে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল সে।

স্থগিতাদেশ নয়

■ বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক করার বিষয়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যাঁরা সত্যি সত্যি বেআইনি অনুপ্রবেশকারী, যাঁরা লুকিয়ে ভারতে ঢুকে সাধারণ ভারতীয়ের ভিড়ে মিশে যাচ্ছে, তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যাবে না।

বীরত্বের পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে অপারেশন সিঁদুরে বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া হল ১৬ বিএসএফ জওয়ানকে। শত্রুদেশের নজরদারি ক্যামেরা গুঁড়িয়ে দিয়ে এবং ড্রোন আক্রমণ রুখে দিয়েছিলেন তাঁরা।

অপারেশন সিঁদুরে প্রায় সাড়ে চার হাজার অগ্নিবীর অংশগ্রহণ করেছেন বলে সূত্রের খবর। পাকিস্তানের সঙ্গে সাড়ে তিন দিনের সংঘাতে তাঁদের ভূমিকায় সন্তুষ্ট সেনার শীর্ষ আধিকারিকরা। তিন সেনার তরফেই অগ্নিবীরদের কাজের প্রশংসা করা হয়েছে। সরকারি সূত্র বলছে, তিন বাহিনীর প্রধানই অগ্নিবীরদের পাকাপাকি চাকরিতে রেখে দেওয়ার পরিমাণ বাড়াতে চেয়ে সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে। একই সঙ্গে বাড়ানো হতে পারে বর্তমানে কর্মরতদের মেয়াদও। এদিকে, জানা গিয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ঘোষণা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাহিনীর ১,০৯০ পদকেরও।

'ফল হবে যন্ত্রণার'

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: আমেরিকার মাটি থেকে সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির। সেদেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোও হুমকি দিয়েছিলেন যুদ্ধের। এবার তার জবাব দিল ভারত। জানিয়ে দিল, কোনও ধরনের দুরভিসন্ধি আচরণ করলেই যন্ত্রণাময় পরিণতি ভুগতে হবে পাকিস্তানকে।

সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানের তরফ থেকে বার বার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি, ঘৃণাভাষণ দেওয়া হচ্ছে। এটা ওদের চেনা কৌশল। নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে ওরা আগেও ভারতবিরোধী মন্তব্য করেছে। ওদের সংযত হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।' এর পরেই তিনি বলেন, 'পাকিস্তান কোনও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ করলে তার পরিণতি যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। সম্প্রতি যেমনটা হয়েছে।' গত মে মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত যে সেনা অভিযান চালিয়েছিল, সেই 'অপারেশন সিঁদুর'-এর কথাই মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন জয়সওয়াল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Noor Mohammad Mallick S/o. Niyamat Mallick ও Noor Mohammad Mallick S/o. N. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Akher Ali Mallick S/o. Ismail Mallick R/o. Sripur Dhawapara, Sripur Bazar, Balagarh, Hooghly-712514, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (D.O.B. 04/09/2012) আধার কার্ডে কন্যার সঠিক নাম Saniya Khatun-এর পরিবর্তে Sunya Khatoon লিপিবদ্ধ আছে। Saniya Khatun & Sunya Khatoon D/o. Akher Ali Mallick (Father) & Sabina Bibi (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া
পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Husna Begum W/o. Babu Ali ও Husna Begam W/o. Babu Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১৭৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Abdul Hamid S/o. Sk. Ansar Ali ও Sk. Abdul Hamid S/o. Sk. Ansar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১৭৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Animesh Patra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kenaram Patra ও Henaram Patra সাং ত্যালাভু, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১৭৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumen Pramanick S/o. Dilip Pramanick ও Souman Paramanik S/o. D. Paramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি Abdullah Sk পিতা Milan Sk নিবাস-গ্রাম অনন্তপুর, পো : মহরুল অনন্তপুর, থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পব, নোটারি পাবলিক লালবাগ, মুর্শিদাবাদ সমীপে ১৩.০৬.২০২৫ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি আমার প্রকৃত নাম Abdullah Sk এবং আমার পুত্র Saruddin Sk এর আধার কার্ডে নথিভুক্ত কিন্তু পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম Sk Md Abdullah এবং আমার আধার কার্ডে Abdulla Sk উল্লেখ রয়েছে। Abdullah Sk, Sk Md Abdullah এবং Abdulla Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Subhashis Debangshi পিতা Dwarika Nath Debangshi গ্রাম রুদ্রনগর পোস্ট ও থানা সাইথিয়া জেলা বীরভূম পিন-৭৩১২৩৪ আমার আধার কার্ড নাম্বার 8452 7839 5470 এবং প্যান কার্ড নাম্বার ADEPD2697M এ আমার এবং বাবার নাম ঠিক থাকলেও মাধ্যমিক পরীক্ষার এডমিট কার্ড মার্কশিট এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সহ আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স যার নাম্বার WB5320023192710এ আমার নাম Subhasis Debangshi S/o Dwarika Nath Debangshi ভুলবশত করা আছে সিউড়ি বীরভূম 1st CLASS JUDICIAL MAGISTRATE 2nd COURT এর Affidavit বলে ১৪ আগস্ট ২০২৫ থেকে আমি Subhashis Debangshi হিসেবে পরিচিতি হলাম। Subhashis Debangshi ও Subhasis Debangshi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 37/WS/ Eng/25 Dt. 13-08-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 50/PW/ Eng/25 Dt. 13-08-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION

N.I.E. EQ. No. 72/PW/ Eng/25 Dt. 13-08-25
N.I.E. EQ. No. 71/PW/ Eng/25 Dt. 13-08-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আপনাদের জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি মোল্লা সাতুন কাশেম পিতা- মৃত সাতুন কাশেম, নিবাস- গ্রাম বহরমপুর মসজিদপাড়া, থানা- সিঙ্গুর জেলা-হুগলীর নিবাসী হইতেছি। আমার নামে গত ইং- ১৯৯৮ সালে শ্রীরামপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে একটি বিক্রয় কোবালা দলিল রেজিষ্ট্রী হয়, যার নং ১৩৬১/১৯৯৮। উক্ত দলিলে ক্রেতায় আমার ৩নং নাম নথিভুক্ত নিজাফৎ আলি মোল্লা পিতা- মরহুম কাশেম মোল্লা এবং এল.আর.ও পরচায় যাহার এল.আর খতিয়ান নং- ২৩৬৯ এল.আর.দাগ নং- ২৯৪৭, মৌজা- পিয়ারাপুর, থানা- শ্রীরামপুরের অধীনে আমার নাম রেকর্ড রহিয়াছে। নিজাফৎ আলি মোল্লা পিতা- কাশেম মোল্লা এবং আমার আধার কার্ডে আমার নাম রহিয়াছে মোল্লা সাতুন কাশেম পিতা- সাতুন কাশেম হিসাবে নথিভুক্ত রহিয়াছে এবং আমার ভোটার আই.ডি কার্ডে আমার নাম সাতুন মোল্লা, পিতা- কাশেম মোল্লা নাম নথিভুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ আমার সকল জায়গায় আমার নাম মোল্লা সাতুন কাশেম, পিতা- সাতুন কাশেম ও সাতুন মোল্লা পিতা- কাশেম মোল্লা ও সাতুন কাশেম মোল্লা পিতা- কাশেম হিকামত মোল্লা ও নিজাফৎ আলি মোল্লা পিতা- কাশেম ও নিজাফৎ আলি মোল্লা পিতা- কাশেম মোল্লা এই সকল নামই আমার এবং একই ব্যক্তির নাম তাহা আমি ১৬-০৭-২৫ তারিখ চুচুড়া আদালতে ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট -এর নিকট এফিডেভিট করিয়া সমস্ত জানাইয়া।

Subhash Chandra Saha
Advocate
Serampore Court

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.- WBMAD/ULB/RSM/ 26/4/25-26 Dated 14.08.2025

E-Tenders are being invited for : Installation of 1 (ONE) no of 8 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5 nos of 110 Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP162 LED 110 CW) in B.G Complex(Near Swayamsiddha), AT WARD NO.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY a) Date of uploadation: 16.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value:Rs.1,07,395.37/- c) Documents download starting date & time: 16.08.2025 at 11-00 hrs d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 22.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 25.08.2025 at 11-05 hrs f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.- WBMAD/ULB/RSM/ 25/5/25-26 Dated 14.08.2025

E-Tenders are being invited for : Installation of 1 (ONE) no of 8 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5 nos of 110 Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP162 LED 110 CW) in Narendrapally near Bank of Baroda AT WARD NO.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 16.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs 1,07,295.37/- c) Documents download starting date & time: 16.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 22.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 25.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী অজয় মন্ডল সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৯.০৩ ডেসিমেল, কমবেসি অবস্থিত মৌজা : বাগরাইল, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৩১ (২.২৮ ডেসিমেল) এবং ৩৩১/৪১৩ (৬.৭৫ ডেসিমেল), এলআরএস খতিয়ান নং ১৯০, তৌজি নং ৩৩৭, থানা : তাহেরপুর, এডিএসআর রানাঘাট, ডিএসআর নদিয়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ এর সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দুটি পৃথক দান দলিল তারিখ ৩১.০৫.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর রানাঘাট-১ এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৬৫৪৮ থেকে ৭৬৫৭১, দলিল নং ১৩০৫০৩৭৬২-২০১৯ সালের এবং দান দলিল তারিখ ২৩.০৭.২০২৫, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর নদিয়া এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০১-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৩২৩৮৯ থেকে ১৩২৪০১, দলিল নং ১৩০১০৭৬৯৬-২০২৫ সালের অনুযায়ী পূর্ব মালিকের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছেন।
উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনও ব্যক্তির কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি বা অন্য স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে জানাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
শ্রী সুশান্ত মজুমদার, অ্যাডভোকেট
এমএম অ্যাসোসিয়েটস
কারনানি ম্যানশন
রুম নং ৫২৮, ৬ষ্ঠ তল, ২৭এ, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৬।

PUBLIC NOTICE

Original Title Deed of Conveyance dated 07-12-2017, in respect of land measuring about **3 Cottah 0 Chittak 17 Sq. Ft. or 5 Decimal** more or less, with Pucca Structure thereon lying & situate at **Mouza- Halisahar**, J.L. No.- 6, R.S. No.- 37, Touzi No. 899, comprised in R.S. Dag No.- 772 under R.S. Khatian No.- 558 corresponding to **L.R. Dag No.- 2161** under **L.R. Khatian No.- 5931** within **P.S.- Bizpur,** at Holding No.- 24/20/3, Banku Chatterjee Lane under Ward No.- 4 within Halisahar Municipality under jurisdiction of A.D.S.R. Naihati in the District- North 24 Parganas. Said Original Deed was duly registered in the office of A.D.S.R. Naihati and recorded in Book No.- I, Volume No.- 1507-2018, Page 1531 to 1551, **Deed Being No.- 150700090 for the year 2018** in the name of **Shibnath Mondal** (as Purchaser therein). That aforesaid deed was kept as Collateral Security by way of mortgage in our custody at State Bank of India, Home Loan Centre, Kalyani, has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No. 713** was lodged on **14-08-2025** with **Kalyani, Police Station**, by my client S.B.I. Home Loan Centre, Kalyani. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

RAHUL KUMAR (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9831906292

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-17/EN/SB/2025-2026, (BCW)(SI No 01 to 04) Dated:- 13/08/2025.
The last date of online submission of tender is 20/08/2025 upto 14:00 hours.For details please visit website:
http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 18/EN/SB/2025-2026, (BCW) (SI No 01 to 07) Dated:- 11/08/2025. The last date of online submission of tender is 25/08/2025 upto 14:00 hours.
For details please visit website:
http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ক্রেতা **তারারানী ঘোষ**, স্বামী- স্বর্গীয় পতিত পাবন ঘোষ, সাং- বি. সি. মুখার্জী রোড, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩-এর নামে ডি.এস.আর., হুগলী-তে রেজিস্ট্রিকৃত একটি মূল বিক্রয় দলিল, যার নম্বর I-7168/1969 এবং তারিখ ১৬/০৭/১৯৬৯, সেটি হারিয়ে গেছে। দলিলটি ১০ শতকের মধ্যে ০৫ শতক বাস্তু জমি সংক্রান্ত, বা প্রায় ০৩ কাঠা পরিমাণ। বর্তমানে জমিটি হুগলী জেলার মগরা থানার অন্তর্গত চন্দ্রহাটি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীনে বানপাড়া মৌজা, জে.এল. নং ৩১, খতিয়ান নং আর.এস.-৭১ ও এল.আর.-১৭, দাগ নং আর.এস.-৯১ ও এল.আর.-৯৩-এর মধ্যে অবস্থিত। এই বিষয়ে মগরা থানায় একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত জিডিই নং ৩৪৬/২০২৫, তারিখ ০৬/০৮/২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে আমার মক্কেল **শ্রী শেখর দাস**, পিতা- স্বর্গীয় মনমোহন দাস এবং **শ্রীমতী ঝুমা দাস**, স্বামী- শ্রী শেখর দাস, সাং- ৩ নং এস.এস. কলোনী, শিবপুর, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, উক্ত সম্পত্তির যৌথ মালিক হইতেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত সম্পত্তি বা হারানো মূল বিক্রয় দলিল সম্পর্কে কোনো আপত্তি, দাবি, অধিকার বা তথ্য থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নীচের ঠিকানায় লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এই হারানো বিক্রয় দলিল ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো প্রকার লেনদেন করা হলে তা বাতিল এবং অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস,১৫ ই আগস্ট , ২৯ শে শ্রাবন , শুক্র বার । সপ্তমী তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ ।ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

**(৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস।
ঋষি অরবিন্দ ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)**

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.- WBMAD/ULB/RSM/ 26/3/25-26 Dated 14.08.2025

E-Tenders are being invited for : Installation of 1 (ONE) no of 8 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5 nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP162 LED 110 CW) in Amar Kaca Housing Complex (Main Road), AT WARD NO.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY a) Date of uploadation: 16.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs.1,07,395.37/- c) Documents download starting date & time: 16.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 22.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid 25.08.2025 at 11-05 hrs f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

S/D Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN: L15520WB1960PLC024710
রেজি অফিস: "এ্যালপে কোর্ট" ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)২২৮১-৭০০১, ওয়েবসাইট: www.obl.org.in, ইমেল: cs@obl.org.in

সংশোধনী

গত ইংরাজি ১৪.০৮.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত '৩০ শে জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ' বিজ্ঞাপনের শেষে কিউআর কোড এর উপরে থাকা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.oble.org.in** এর পরিবর্তে **www.obl.org.in** পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Notice Inviting Quotation No - 02 /APD-III/DPMU-I, WBMIFMP of 2025-26

Sealed quotations are invited by the undersigned for 1(One) number of work from bonafide outsiders having credential of execution of similar nature of work. Last date of application for the Tender Documents is 26/08/2025 up to 16 Hrs. For details contact in office on any working day or log in to **www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Deputy Project Director (Civil)- V
District Project Management Unit – I
Kanainatsal, Burdwan

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টের সময় খোলা হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ডিসিসি, ডিএসইআর এবং ডিপোতে স্থাপিত সিস্টেম সহ গ্রীন লাইনের (এসভিএসএ–এসডিএইচএম) সম্পূর্ণ ফেজ–I স্টেশনগুলির জন্য ডিসিএস সহ কিন্তু ইউপিএস ব্যতীত সিগন্যালিং সিস্টেমের জন্য স্থাপিত সকল ইক্যুইপমেন্টের তিন বছরের জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৫,৮৮,৬৭,৭৭৪.৬০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১৪,৪৪,৩০০ টাকা, **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস–III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/ বিডদাতারাই ই–টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই–টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে।
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক/২০–২০২৫–আর১ তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৫

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং : [illegible] তারিখ [illegible] ... www.ireps.gov.in ... [illegible]

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

'মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস' পাচ্ছেন রাজ্যের ১৫ জন পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে বাংলার জন্য বিশেষ সম্মান। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোষণায় 'মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস' পাচ্ছেন রাজ্যের ১৫ জন পুলিশকর্মী। দীর্ঘ কর্মজীবনে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপই এই পদক প্রদান করা হবে।

মেডেল পাচ্ছেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, ডেপুটি পুলিশ সুপার প্রিয়ব্রত বক্সী, এ সি পি দেবাংশু দাশগুপ্ত, ইনস্পেক্টর কোহিনুর রায়, এসআই স্বপনকুমার রায়, এসআই সুব্রত সেন, এএসআই শুভময় মিত্র, এসআই আনন্দ মণ্ডল, কনস্টেবল স্বরূপ বসাক, এএসআই আসমানারা বেগম, কনস্টেবল মানিক বড়ুয়া, এএসআই মহম্মদ আফতার হোসেন ও এসআই রাজীব দাস। এ তালিকায় রয়েছেন রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত আইপিএস ত্রিপুরারি অথর্বও।

চলতি বছর সারাদেশে মোট ১,০৯০ জন এই তালিকায় আছেন; ২৩৩ জন পাচ্ছেন 'গ্যালান্ট্রি মেডেল', ৯৯ জন 'প্রেসিডেন্ট মেডেল' ও ৭৫৮ জন 'মেরিটোরিয়াস সার্ভিস' পদক। কেন্দ্রের সম্মানের পাশাপাশি রাজ্যের পক্ষ থেকেও প্রাপকদের সম্মান জানানো হবে। এ বছর 'চিফ মিনিস্টার পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস' পাচ্ছেন আইজি (মালদা রেঞ্জ) দীপনারায়ণ গোস্বামী, গৌরব শর্মা, মিরাজ খালিদ ও দেবস্মিতা দাস। 'চিফ মিনিস্টার পুলিশ মেডেল ফর কমেন্ডেবল সার্ভিস' পাচ্ছেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা ও বাঁকুড়ার এসআই ঈশ্বর সোঁরেন।

রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি গোবিন্দভোগ চালের, নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের

বিপ্লব চক্রবর্তী

মহার্ঘ্য গোবিন্দভোগ চাল। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই লাফিয়ে বেড়েছে দাম। এই অতি সুস্বাদু চাল কিনতে গিয়ে খাদ্য প্রিয় বাঙালিদের উঠছে নাভিশ্বাস। প্রতি কেজি ২০০ টাকা করে গোবিন্দভোগ চাল কিনে নিয়ে বাড়ি যেতে টান ধরছে মধ্যবিত্তের পকেটে।

'পায়েস' বা 'মিষ্টান্ন' না হলে যেন সম্পূর্ণ হয় না জন্মদিন, বিবাহ সহ পারিবারিক যে কোনও শুভ অনুষ্ঠান, আর এই পায়েস বা মিষ্টান্ন তৈরি করতে গেলে লাগে গোবিন্দভোগ চাল। ফলে অগ্নিমূল্য হওয়া সত্ত্বেও তা কিনতে বাধ্য হচ্ছে আম বাঙালি। কার্যত অসন্তোষ মনেই কিনতে হচ্ছে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান এই দ্রব্য। পশ্চিমবঙ্গের মাত্র দুটো জায়গায় এই চাল মূলত ভালো উৎপন্ন হয়- রাইনা ও খণ্ডঘোশ। এখান থেকেই গোটা বাংলা সহ ভিন রাজ্যে গোবিন্দভোগ চাল বেশি সরবরাহ হয়। মূলত, বর্ষার সময় হয়ে থাকে এই ধানের চাষ। ধান পরিমানে খুব বেশি না হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে চাহিদা তৈরি হয়। এই চাহিদা থাকে সারাবছর। তবে এবারে লাগামহীন দাম বাড়ার কারণ কি? এই প্রশ্ন তুলে সরব গ্রাহকরা। রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেকের বক্তব্য, এবারে অতি বর্ষার কারণে নষ্ট হয়েছে ধান। পরিমাণ মতো গোবিন্দভোগ চালের ধান উৎপন্ন হয়নি। চাহিদা অনুযায়ী নেই সরবরাহ। এ কারণে বেড়েছে দাম।

গোবিন্দভোগের মতো বাঙালির অতি নিত্য প্রয়োজনীয় এই চালের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে হেলদোল নেই সরকারের। কার্যত উদাসীন। গোবিন্দ ভোগ চালের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্কট আদৌ কাটে কিনা এখন সেটা অপেক্ষামাত্র।

হাওড়ার ডিআরএম অফিসে উদ্‌যাপিত হল 'হর ঘর তিরঙ্গা' অনুষ্ঠান।

স্বাধীনতা দিবসে মেট্রোর বিশেষ পরিষেবা সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাধীনতা দিবস (১৫ অগস্ট ২০২৫, শুক্রবার) উপলক্ষে কলকাতা মেট্রো বিভিন্ন রুটে পরিষেবার সূচিতে পরিবর্তন আনছে। এদিন ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন-১ ও গ্রিন লাইন-২, এ স্বাভাবিকের তুলনায় কম ট্রেন চলবে, তবে প্রথম ও শেষ ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

ব্লু লাইন,এ মোট ১৮২টি পরিষেবা (৯১ আপ ও ৯১ ডাউন) চলবে, যা দৈনিক ২৬২ পরিষেবার তুলনায় কম। প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরামগামী এবং সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী। শেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ৯টা ৪৪ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদমগামী। বিশেষ নাইট মেট্রোও চালু থাকবে; শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে রাত ১০টা ৪৩ মিনিটে ও দমদম থেকে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে।

গ্রিন লাইন-১,এ চলবে ৯২টি পরিষেবা (৪৬ আপ ও ৪৬ ডাউন), স্বাভাবিক ১০৮ পরিষেবার বদলে। প্রথম ট্রেন সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে এবং শেষ ট্রেন রাত ৯টা ৪০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ভি থেকে ছাড়বে।

গ্রিন লাইন-২,এ চলবে ১২৪টি পরিষেবা (৬২ আপ ও ৬২ ডাউন), দৈনিক ১৩৪-এর বদলে। প্রথম ট্রেন সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে এবং শেষ ট্রেন রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে দুই দিক থেকেই ছাড়বে। পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় থাকবে।

মাদক পাচারের অভিযোগে কাঁকিনাড়া থেকে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধেতে কাঁকিনাড়া স্টেশন সংলগ্ন ২৯ নম্বর রেলগেট এলাকায় হানা দেয়। রেললাইনের ধার থেকে ১ কেজি ৩০০ গ্রাম নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ভর্তি একটি গ্রাম পুলিশ উদ্ধার করে। সেইসঙ্গে সাদ্দাম হোসেন নামে এক মাদক পাচারকারীকে পুলিশ পাকড়াও করেছে। মাদক পাচারের অভিযোগে এর আগে ধৃত সাদ্দাম জগদ্দল থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। পুলিশের কাছে খবর ছিল সাদ্দাম ফের মাদক পাচার শুরু করেছে। ড্রামে করে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ নিয়ে রেললাইন ধরে কাঁকিনাড়া স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল ওই যুবক। তখনই পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করেছে।

সুদূর স্পেনে বসে হামলার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে হামলার নির্দেশ

ব্রাত্য বসুর হেনস্তা-কাণ্ডে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার যাদবপুরের প্রাক্তনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপরে যে হামলার ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তনী। অভিযুক্তের নাম হিন্দোল মজুমদার। স্পেনে বসে হামলায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এই ছাত্রকে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্পেন থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই গ্রেপ্তার করা হয় হিন্দোলকে। জানা যাচ্ছে, পুলিশের পক্ষ থেকে এর আগে একাধিকবার নোটিস দেওয়া হয়। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিসও জারি করা হয়। এরপর বুধবার অভিযুক্ত দিল্লি বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁকে পাতিওয়ালা হাউস কোর্টে ট্রানজিট রিমান্ডে পেশ করে কলকাতায় আনছে পুলিশ। যদিও, ধৃতের মা-বাবার প্রশ্ন, তাঁদের ছেলে ইমেল করার পরও কেন পুলিশ এভাবে হেনস্তা করল।

বস্তুত, গত ১ মার্চ তৃণমূলপন্থী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন ব্রাত্য বসু। অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে অতি-বামপন্থী ছাত্ররা তাঁকে ঘেরাও করেন। তাঁদের দাবি, কলেজে নির্বাচন করতে হবে। অভিযোগ, তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তাতে জখম হন ব্রাত্য নিজেও। বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের পাল্টা অভিযোগ, মন্ত্রীর গাড়ি এক ছাত্রকে 'চাপা' দিয়েছে। পরে ওয়েবকুপার সদস্যদের সঙ্গেও বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়।

এই ঘটনায় যে এফআইআর দায়ের হয়েছিল, তাতে হিন্দোলের নাম ছিল। পুলিশের অভিযোগ, এই হামলারই পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন হিন্দোল। যাদবপুরের পড়ুয়াদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ মারফত হামলার ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিলেন হিন্দোল। কোন জায়গায় বিক্ষোভ হবে, কীভাবে বিক্ষোভ দেখাতে হবে, এমনকী শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলা চালানোরও নির্দেশ দেন হিন্দোল মজুমদার, এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে। এই ঘটনায় গত মার্চ মাসে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাঁরা বর্তমানে জামিনে আছেন। বস্তুত, হিন্দোল স্পেনের 'গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োমেডিসিন ও ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে' পিএইচডি করছেন। এবং অতীতে ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফ্রন্টের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

প্রতিবাদ 'জুটা'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন ছাত্র ও প্রবাসী গবেষক হিন্দোল মজুমদারকে গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা)। বৃহস্পতিবার সংগঠনের সভাপতি পার্থ প্রতিম বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দেশে ফেরার পথে দিল্লি এয়ারপোর্টে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর ল্যাপটপ সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তারির কারণ হিসেবে ১মার্চ, ২০২৫ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনার ভিত্তিতে লুক আউট নোটিসের কথা বলা হচ্ছে। যদিও ছাত্র-গবেষক হিন্দোল এই ঘটনার বহু আগে, ২০২৩ সাল থেকেই স্পেনে গবেষণারত। আমরা মনে করি এই গ্রেপ্তারি প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ রাষ্ট্রের চেহারাকেই সামনে এনেছে। আমরা তাঁর গ্রেপ্তারির নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানাচ্ছি।

'ভুতুড়ে ভোটার' ইস্যুতে অভিষেকের পাঠানো পেন ড্রাইভ পৌঁছল অনুরাগের বাসভবনে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে ফের মুখোমুখি তৃণমূলের ডায়মন্ডহারবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বিজেপি নেতা অনুরাগের অভিযোগ; অভিষেকের কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাকি বহু 'ভূতুড়ে ভোটার' রয়েছে। এই দাবি খারিজ করে বৃহস্পতিবার অভিষেকের পক্ষ থেকে এক দূত দিল্লিতে গিয়ে অনুরাগের বাসভবনে একটি পেন ড্রাইভ পৌঁছে দেন, যাতে সংরক্ষিত রয়েছে স্থানীয় ভোটারদের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি ভিডিও।

অভিষেকের দলের বক্তব্য, ডায়মন্ডহারবারে সাড়ে সাত লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ের ধাক্কা এখনও মেনে নিতে পারেনি বিজেপি। সাংসদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ, ২০২৪ সালের তালিকায় যদি ভুয়ো ভোটারের প্রমাণ মেলে, তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবেন; তবে শর্ত, সংশ্লিষ্ট বিজেপি সাংসদেরও একইভাবে পদ ছাড়তে হবে। তাঁর যুক্তি, একই পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম এক ঠিকানায় থাকলেও, বিবাহ বা বাসস্থান বদলের কারণে স্থানান্তর হওয়া স্বাভাবিক বিষয়, এতে অনিয়ম নেই।

অন্যদিকে তৃণমূল পাল্টা উদাহরণ টেনে আনে বারাণসীর ভোটার তালিকা থেকে, যেখানে নথি অনুযায়ী অস্বাভাবিক বয়সের সন্তান-সম্বলিত পরিবারের তথ্য নথিভুক্ত রয়েছে। তাদের দাবি, এই ধরনের গরমিল প্রমাণ করে অভিযোগ তোলার আগে বিজেপিরই তথ্য যাচাই করা উচিত ছিল। সব মিলিয়ে, ভোটার তালিকা ইস্যুতে দুই দলের তরজা এখন স্থানীয় রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে জাতীয় স্তরে পৌঁছে গিয়েছে।

ফের নিম্নচাপের চোখরাঙানি, দুর্যোগের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। যা শক্তিশালী হয়ে যা সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এরপর উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওডিশা উপকূলে এটি স্থলভাগে প্রবেশ করবে আগামী দুই দিনে। এর সরাসরি প্রভাব না থাকলেও প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে বাংলায়। এই নিম্নচাপের টানে বাংলা ছেড়ে ওডিশায় এখন মৌসুমী অক্ষরেখা।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

তবে শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা অনেকটা কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বেশ কয়েকটি জেলায়। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে।

বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে।

জামিনের আর্জি মঞ্জুর

■ নবান্ন অভিযানের ঘটনায় বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। তবে সেই ঘটনায় তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি প্ররোচনামূলক মন্তব্যের অভিযোগে অভিযুক্ত অশোক দিন্দার আগাম জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেন বিচারপতি। নির্দেশ, নোটিসের প্রেক্ষিতে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। একইসঙ্গে বিজেপি নেতা কালী খতিককে আগামী ২২ অগস্ট পর্যন্ত সুরক্ষাকবচ দিয়েছে আদালত। নির্দেশ, সোমবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের গ্রেপ্তার করা যাবে না। মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ অগস্ট। এদিকে আদালতে শুনানিতে কালী খতিকের আইনজীবী অভিযোগ করেন, বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে পুলিশ গিয়ে হুমকি দিচ্ছে। অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তিনি রাস্তায় রাউডিজম দেখাচ্ছিলেন এবং নন-বেলেবল অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। আর অশোক দিন্দার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের নিয়ে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। তবে বিজেপি বিধায়ক যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

শনিতে জন্মাষ্টমীর ছুটি

■ জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটি নিয়ে টানাপোড়েনের শেষে দিন বদল করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য জানিয়ে দিল, ১৫ নয়, আগামী ১৬ অগস্ট শনিবারই রাজ্যে সরকারি ছুটি থাকবে। ফলে ওই দিন বন্ধ থাকবে সব সরকারি ও সরকারপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও।

পঞ্জিকা অনুযায়ী ১৫ অগস্ট মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে কৃষ্ণ সপ্তমী, আর পরদিন সারাদিন কৃষ্ণ অষ্টমী। দেশের বিভিন্ন রাজ্য আগেই ১৬ অগস্ট জন্মাষ্টমীর ছুটি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে মিলিয়ে শুক্রবারই ছুটি দিয়েছিল। শনিবার সরকারি অফিস নিয়মমাফিক বন্ধ থাকলেও খোলা থাকার কথা ছিল স্কুল-কলেজ। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষক-অশিক্ষকরা। তাঁদের দাবি ছিল শনিবারই সরকারি ছুটি করা হোক। এই আবহে বীরভূম প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে কার্যত অন্ধকারে রেখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান আলাদা বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৬ অগস্ট জন্মাষ্টমীর ছুটি ঘোষণা করে।

তৃণমূল সরকার ভয় পেয়ে এখন সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ৯ অগস্ট নবান্ন অভিযান ঘিরে কলকাতায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বিজেপির দাবি, শান্তিপূর্ণ অভিযানে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করেছে। অপরদিকে পুলিশকে মারধর এবং আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। বুধবার মাঝরাতে নৈহাটির পূর্ব কাঁঠাল পাড়ার বাড়ি থেকে অবসরপ্রাপ্ত বায়ু সেনা কর্মী মানস সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ। এর আগে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ জগদ্দলের গুপ্তার বাগানের বাসিন্দা চন্দন গুপ্তাকেও গ্রেপ্তার করেছে। অবসরপ্রাপ্ত বায়ু সেনা কর্মীর গ্রেপ্তারি নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, মানস বাবু একজন প্রবীণ নাগরিক। তৃণমূল সরকার ভয় পেয়ে এখন সাধারণ মানুষজনকে হেনস্তা করছে। তাঁর দাবি, মানস বাবু মারপিটের ঘটনায় জড়িত নন। অভয়ার বাবা-মা নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। বিজেপি সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল। মানস বাবু একজন বিজেপি সমর্থক। অভয়ার বাবা-মার ডাকে সাড়া দিয়ে উনি নবান্ন অভিযানে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের মেয়ে অভয়া। তাই ব্যারাকপুর থেকে সেদিন হাজার হাজার মানুষ নবান্ন অভিযানে গিয়েছিলেন। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, মানসবাবু ওখানে মারপিট করতে যাননি। আসলে প্রতিবাদী মানুষদের জব্দ করার চেষ্টা করছে মমতার সরকার। নবান্ন অভিযানকারীদের গ্রেপ্তারি নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় কলকাতা পুলিশ বেছে বেছে গ্রেপ্তার করছে। কিন্তু ব্যারাকপুর আন্দোলনের মাটি। মঙ্গল পাণ্ডে, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের ভূমি। বর্তমান কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা আগে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তাই উনি এখন কলকাতা থেকে ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করছেন।

তাঁর দাবি, ২০২৬ আর বেশিদিন নেই। এসআইআর অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া হবেই। মুখ্য সচিবও দিল্লি গিয়ে বুঝে গেছেন নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ নেবে। তাই মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণা ত্যাগ করে পুলিশকে এখন নিরপেক্ষভাবে কাজ করা উচিত। প্রসঙ্গত, নবান্ন অভিযানে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্র থেকে ধৃত দু'জনই অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ। সাংবাদিকদের এহেন প্রশ্নের উত্তরে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, অভয়ার বিচার চেয়ে নবান্ন অভিযানে যাওয়ার জন্য দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনকী তিনি নিজেও গ্রেপ্তার হতে পারেন। প্রসঙ্গত, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বুধবার বিকেলে বীজপুরে বিজেপির কন্যা সুরক্ষা যাত্রা ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। থানা মোড় থেকে পদযাত্রা ওয়ার্কশপ মোড় ধরে গান্ধি মোড়ের দিকে কিছুটা এগোতেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের কয়েকজন জয় বাংলা এবং চোর চোর স্লোগান দেন। বিজেপি কর্মীরাও পাল্টা জয় শ্রীরাম আওয়াজ তোলেন। স্লোগান আর পাল্টা স্লোগান ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। গেরুয়া শিবিরের স্থানীয় কার্যকর্তারা কোনওক্রমে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেন। যদিও পদযাত্রা থেকে হামলা করার অভিযোগ তুলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওইদিন রাতে বিজেপির কার্যকর্তা তাপস ঘোষ ও সোনু সিং-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এবিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ওই দু'জন তৃণমূলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল কিন্তু পুলিশ ওদেরকে গ্রেপ্তার করেছে। দেড় থেকে দু'কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গা ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলে পুলিশও মমতা ব্যানার্জিকে বাঁচাতে পারবে না।

কাউন্সিলরের অসহযোগিতা, থমকে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাস সম্প্রসারণ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্থানীয় কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দারের বিরুদ্ধে চরম অসহযোগিতার অভিযোগ। ট্যাংরায় আটকে ৫৮ লক্ষ টাকার হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের প্রকল্প। অধ্যক্ষের অভিযোগ, কাউন্সিলরের অনুগামীদের দাদাগিরির জেরেই আটকে কাজ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। রাজ্যের প্রথম সারির মেডিক্যাল কলেজ হল ডিএন দে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার ৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ট্যাংরা কনভেন্ট লেনে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য। এদিকে অভিযোগ উঠছে, এক বছর ধরে ডিএন দে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের কাজ থমকে রয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর তথা এম আইসি স্বপন সমাদ্দারের অনুগামীদের 'দাদাগিরি'র জেরে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা কোনও কাজই করতে পারছে না। শুধু তাই নয়, বাধা আসার জেরে প্রকল্প থেকে অব্যাহতি চেয়ে ইতিমধ্যেই পূর্ত বিভাগকে চিঠি দিয়েছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। এদিকে, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে পূর্ত বিভাগ জানিয়ে দিয়েছে, পনেরো দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান না হলে বাতিল হয়ে যাবে বরাত। আর তাতেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, ৫৮ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য প্রকল্পের ভবিষ্যৎ।

এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ এস গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'আমাকে পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়, কাজ বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় কয়েকজন। লোকাল কাউন্সিলর সহযোগিতা করলে ব্যাপারটা সহজ হবে।'

যদিও স্থানীয় কাউন্সিলর তথা এম আইসি স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। কোথাও কোন ইন্টারন্যাল চিঠি হয়েছে। তবে আমার মনে হয় না, ওখানে কোনও লোক কেউ বাধা দিয়েছে। এটা একটু তদন্ত করে দেখলে ভালো হয়। ৬০ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে বলে নিজেরাই বলেছে। যদি বাধা দিত, তাহলে তো এই কাজও হত না।'

মোড়হল-শিবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম-মোড়হল, পোঃ-রাজবলহাট, থানা-জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৮

রেজিঃ নং-০৭ (এইচ-জি), তারিখ- ১৬/০১/১৯৬৩

স্মারক নং- ৮৪৭/১ (৩৯) তারিখ- ১৪/০৮/২০২৫

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলি রেঞ্জ তথা হুগলি জেলার সমবায় সমিতির সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার(Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৪৭ তারিখ ২৬/07/2024 দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, মোড়হল শিবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি. এর আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) আগামী ১৩/০৯/২০২৫ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for Delegate Election)

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম/মৌজা/পাড়া	ভোটার সংখ্যা	প্রতিনিধি সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১.	মোড়হল- ১	পন্ডিত পাড়া, পাত্র পাড়া	৮৩	৩ (তিন) জন
২	মোড়হল- ২	সার পাড়া	১২৫	৫ (পাঁচ) জন
৩	মোড়হল- ৩	মন্ডল পাড়া	৭৮	৩ (তিন) জন
৪	মোড়হল- ৪	সাউ পাড়া, দাস পাড়া	৭৫	৩ (তিন) জন
৫	মোড়হল- ৫	মাজীপাড়া, সাঁতরা, সিংপাড়া	১২২	৫ (পাঁচ) জন
৬	মোড়হল- ৬	মুখার্জ্জী পাড়া, কর্মকার পাড়া	৭৮	৩ (তিন) জন
৭	মোড়হল- ৭	ঘোষপাড়া	১০৩	৪ (চার) জন, তন্মধ্যে ১ (এক) জন মহিলা (সংরক্ষিত)
৮	মোড়হল- ৮	মুসলিমপাড়া	৯৬	৪ (চার) জন
৯	শিবচক-১	কোলেপাড়া, হাজরাপাড়া,	১২০	৫ (পাঁচ) জন
১০	শিবচক-২	মালপাড়া, প্রামানিক পাড়া, দাস পাড়া,	১৪৬	৬ (ছয়) জন, তন্মধ্যে ১ (এক) জন মহিলা (সংরক্ষিত)
১১	শিবচক-৩	জানাপাড়া, মাজীপাড়া, মেটে পাড়া, আদক পাড়া,	১২১	৫ (পাঁচ) জন, তন্মধ্যে ১ (এক) জন তপশিলী জাতি/উপজাতি অন্তর্গত (সংরক্ষিত)
১২	শিবচক-৪	জানাপাড়া, বেরাপাড়া, মান্না পাড়া, সাঁতরা পাড়া	৯৯	৪ (চার) জন

সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রে সংখ্যা ১২ (বারো) টি, মোট ভোটার সংখ্যা ১২৪৬ জন এবং সর্বমোট প্রতিনিধির পদের সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) জন।

২) নির্বাচন ক্ষেত্রে যত জন অনুমোদিত প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন, ভোট পত্রে (ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।

৩) নির্বাচন-সূচী

ক্রম	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়ন পত্র বিতরণ	১৮/০৮/২০২৫	১১ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়ন পত্র গ্রহণ	১৯/০৮/২০২৫	১১ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২১/০৮/২০২৫	বেলা ১২ টা থেকে	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা – পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২১/০৮/২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	২২/০৮/২০২৫	১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার– পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২২/০৮/২০২৫	৩ টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	১৩/০৯/২০২৫	১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোট গণনা	১৩/০৯/২০২৫	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	১৩/০৯/২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

স্বাঃ/- ইন্দ্রনীল মোহান্তো
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
মোড়হল-শিবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

স্বাঃ/- মৌসুমি চক্রবর্ত্তী
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
মোড়হল-শিবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

মেসার্স মহেশ বিষ্ণু ট্রেড অ্যান্ড ক্রেডিট প্রা লি.
এর ব্যবস্থাপনা এবং মালিকানা পরিবর্তনের নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা মাস্টার ডিরেকশন অনুচ্ছেদ ৪২.৩, সময়ে সময়ে হালনগদকরণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নিয়ম এবং শর্তাদি পূরণ-ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) বা অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধীন অনুযায়ী।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের পত্র KOL.DOR.NO.S.401/01-01-005/2025-26 তারিখ ০৪ আগস্ট ২০২৫ অনুযায়ী ব্যবস্থপনায় পরিবর্তন এর জন্য আগাম অনুমোদন দিয়েছে, যা কোম্পানি কর্তৃক ০৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে গৃহীত।

১. শ্রী মুকুল দুসাদ,

কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে ব্যবস্থপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বর্তমান ডিরেক্টরগণ শ্রী ওম প্রকাশ আগরওয়াল এবং শ্রীমতি সঙ্গীতা আগরওয়ালের পরিবর্তে।

এবং

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া তাদের পত্র KOL.DOR.DOR.No. S408 /01-01-001/2025-2026 তারিখ ০৬ আগস্ট ২০২৫ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের আগাম অনুমোদন দিয়েছে , যা কোম্পানি কর্তৃক ০৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে গৃহীত।

ক) শ্রীমতি হীমা আগরওয়াল এবং খ) শ্রী নির্মল কুমার আগরওয়াল অধিগ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হইবেন, মহেশ বিষ্ণু ট্রেড অ্যান্ড ক্রেডিট প্রা লি., বর্তমান নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি (পরবর্তীতে কোম্পানি হিসেবে উল্লিখিত), রেজিস্টার্ড অফিস, মার্লিন চেম্বার, ১৮ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৫মতল, রুম নং ৪০৩, কলকাতা -৭০০০৬৯ এর অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ অধিকার কায়েম করবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিরেক্টর বোর্ড এবং কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট এবং নিয়ন্ত্রণ সংশোধিত হল। প্রধান উদ্দেশ্য হল বর্তমান কোম্পানির ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কার্যবলির সংবদ্ধ এবং দৃঢ়করণ এবং ভিত্তি ব্যাপকতর করণ।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অধিগ্রহণকারী, হস্তান্তরকারী বা কোম্পানির নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় এবং/বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অব রেগুলেশন, ৬ষ্ঠ তল, ১৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা -৭০০০০১ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তির কারণ এবং স্বার্থের ধর সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন।

অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং নতুন ব্যবস্থাপক পর্ষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত।

বৃন্দাবনচক্ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম :-বৃন্দাবনচক্‌ পো :-রাজবলহাট, জেলা- হুগলী, ৭১২৪০৮

রেজি :- নং – ১০৯ :: তারিখ - ৬/৭/১৯৬৩

প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমুহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলী জেলার সমবায় সমিতির সমুহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returing Officer) এর আদেশ নম্বর ৯১৪ তারিখ ১৭/০৭/২০২৫ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, বৃন্দাবনচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি. এর আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) আগামী **২০/০৯/২০২৫ শনিবার** অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহন করার জন্য সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যা গনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule Delegate Election)

ক্রম	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	২৩-০৮-২০২৫	(১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত)	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	২৬-০৮-২০২৫	(১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত)	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৮-০৮-২০২৫	১২টা থেকে	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ তালিকা প্রকাশ	২৮-০৮-২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	২৯-০৮-২০২৫	(১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত)	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৯-০৮-২০২৫	দুপুর ৩টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২০-০৯-২০২৫	(১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত)	ছিটখোলা বন্যাত্রান শিবির	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোট গণনা	২০-০৯-২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	ছিটখোলা বন্যাত্রান শিবির	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	২০-০৯-২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	ছিটখোলা বন্যাত্রান শিবির	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

WBCS Act এবং Rules অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।

প্রতিনিধির (Delegate) সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্ন বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে –

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম/মৌজা/পাড়া	ভোটার সংখ্যা	প্রতিনিধি সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১.	বৃন্দাবনচক - ১	বৃন্দাবনচক উত্তরপাড়া	১৬৫	৭ (সাত) জন, তন্মধ্যে ১ (এক) জন মহিলা সংরক্ষিত) তন্মধ্যে ১ (এক) জন তপশিলী জাতি/উপজাতি অন্তর্গত (সংরক্ষিত)
২	বৃন্দাবনচক – ২	বৃন্দাবনচক পূর্বপাড়া	১৪৬	৬ (ছয়) জন তন্মধ্যে ১ (এক) জন মহিলা সংরক্ষিত)
৩	বৃন্দাবনচক- ৩	বৃন্দাবনচক মধ্যপাড়া-A	১২৪	৫ (পাঁচ) জন
৪	বৃন্দাবনচক -৪	বৃন্দাবনচক মধ্যপাড়া-B	৯৩	৪ (চার) জন
৫	বৃন্দাবনচক – ৫	বৃন্দাবনচক দক্ষিনপাড়া	১৪৪	৬ (ছয়) জন
৬	বদূরচক-৬	বদূরচক	৬২	২ (দুই) জন
৭	দফরচক - ৭	দফরচক - ৭	২৫	১ (এক) জন
৮	ছিটঘোলা- ৮	ছিটঘোলা	৫৪	২ (দুই) জন
৯	রাজবলহাট দেপাড়া, রাজবলহাট উত্তরপাড়া ও সুখরচক - ৯	রাজবলহাট দেপাড়া, রাজবলহাট উত্তরপাড়া ও সুখরচক	৮৪	৩ (তিন) জন
১০	দক্ষিন রাজবলহাট ও কুন্ডুপাড়া - ১০	দক্ষিন রাজবলহাট ও কুন্ডুপাড়া	১৭১	৭ (সাত) জন
১১	গুল্টিয়া - ১১	গুল্টিয়া	৬৪	৩ (তিন) জন
১২	দক্ষিন গুল্টিয়া- ১২	দক্ষিন গুল্টিয়া	৭০	৩ (তিন) জন
১৩	ছিট গুল্টিয়া-১৩	ছিট গুল্টিয়া	৫৭	২ (দুই) জন
১৪	রহিমপুর বকুলতলা- ১৪	রহিমপুর বকুলতলা	২৩	১ (এক) জন

সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রে সংখ্যা ১৪ (চৌদ্দ) টি, মোট ভোটার সংখ্যা ১২৮১ জন এবং সর্বমোট প্রতিনিধির পদের সংখ্যা ৫২ (বাহান্ন) জন।

স্বা:/- ইন্দ্রনীল মোহান্তো
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
বৃন্দাবনচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

স্বা:/- প্রলয় বিশ্বাস
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
বৃন্দাবনচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

SBI **এসবিআই বহরমপুর শাখা (০০০৩৪)**

১৫ স্কোয়ার ইস্ট রোড, পো : বহরমপুর, জেলা: মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১, ই-মেল : sbi.00034@sbi.co.in

গাড়ীর নিলাম

পুরানো বাজেয়াপ্ত কার/ভেহিকেল দায়বদ্ধ ব্যাঙ্কের নিকট অবাধ নিলামে বিক্রি করা হবে **১৯.০৮.২০২৫ তারিখে (মঙ্গলবার)**। অবাধ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত, এসবিআই, বহরমপুর শাখা, ১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পো : বহরমপুর, জেলা -মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ ঠিকানায়। যোগাযোগ নং : ৮০০১১৯৪৩০০, ৮০০১১৯৪৩০১। ভেহিকেলের বিস্তারিত :**

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ টাকা	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)
১.	**মেক এবং মডেল :** টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লি এবং টাটা টাইগার এক্সএম ১.২আরটিএন বিএস৬পিএইচ২, **রেজি.নং** WB58CA1943, **রেজি. তারিখ :** ২২.১২.২০২৩, **ইঞ্জিন নং :** REVTRN19KWXKC3915, **চেসিস নং :** MAT637058PKKA2566, **মালিকের নাম : শ্রী নিজামুদ্দিন শেখ।**	১৮.০৮.২০২৫ (সোমবার) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	২০২৩	১০০০.০০ টাকা	৪,০৯,০০০.০০ টাকা

সমস্ত যানবাহন **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যে অবস্থায় আছে"** শর্তে নিলাম করা হবে।

ক) আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারিত ফর্মে তাদের দরপত্র এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০ শতাংশ সমপরিমাণ জামানত ১৮.০৮.২০২৫ (সোমবার) বিকেল ৩.০০ টার মধ্যে **"এসবিআই বহরমপুর শাখা"-এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে** জমা দিতে হবে। কোনও নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। তাদের যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং "বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম"-এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিচয়পত্রের ফটোকপি অনুষ্ঠানস্থলে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ "বিড" পরিমাণ পরিশোধের পর ব্যাংক থেকে "বিক্রয় শংসাপত্র" ইস্যু করার সময় দুটি রঙিন পাসপোর্টের ছবি আনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।

গ) দরপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে সফল দরদাতাকে তা জানানো হবে।

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৭ দিনের মধ্যে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে** নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা দিতে হবে, যদি না জমাকৃত অর্থ জমা হয়। **সড়ক কর, বীমা, আরটিওর মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদির মতো যেকোনো আইনগত বকেয়া ক্রেতা বহন করবে।**

ঙ) ব্যাংক কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিত/স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

চ) গাড়ির নিবন্ধন দরদাতাদের দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে। **"এসবিআই বহরমপুর শাখা"** বা কর্মকর্তা দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য **কোনওভাবেই দায়ী নন।**

তারিখ : ১৫.০৮.২০২৫
স্থান : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

কী লাভ আম জনতার, তবুও চলছে নামবদলের রাজনীতি

মাঝেমধ্যেই হিড়িকটা ওঠে। নাম বদলের। কখনও রাজ্যের, কখনও শহরের, কখনওবা রাস্তা অথবা রেল স্টেশনের। কিন্তু আখেরে কী লাভ আম জনতার, খোঁজ রাখে কেউ? তাঁদের কী কোনও আগ্রহ আছে এই সব ধানাই পানাই নিয়ে? না আছে, এসব নিয়ে ভাবার মতো কোনও সময়। এমনিতেই নিত্যদিন বেঁচে থাকার লড়াই। সঙ্গে হাজারো সমস্যা। সব মিলিয়ে নাজেহাল তাঁরা। সেখানে শহরের নাম বদল, বা স্টেশনের নাম বদলে তাঁদের কী আসে যায়! এই নিয়ে যত মাথাব্যথা মূলত রাজনৈতিক দলগুলির। মাঝেমধ্যেই এই নিয়ে একটা হিড়িক তোলা হয়। শুরু হয় একটা বিতর্ক। কদিন পর ফের সব ঠাণ্ডা। কোনও ক্ষেত্রে বদলে যায় নাম। কিন্তু তাতে কী হল, কোন মহান সমস্যা মিটল? দেশের কোন উপকারটা হল? মোদ্দা কথা, সরকার বা প্রশাসনের কাছে মানুষ চায় শুধু পরিষেবা। সেটা পেলেই তাঁরা খুশি। সেদিকে হুঁশ নেই কারও। মাঝেমধ্যে নাম বদলে দেওয়ার খেলা। সস্তা রাজনীতি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন আমাদের রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন ও ব্যস্ততম শিয়ালদহ রেলস্টেশন। এই শিয়ালদহ স্টেশনের নাম বদলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করার প্রস্তাব দিয়েছেন বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার।সম্প্রতি শিয়ালদহ স্টেশন থেকে প্রথম এসি লোকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে এই প্রস্তাব দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বলাই বাহুল্য এরপরই এই নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনীতির তরজা। বিজেপি নেতার এই প্রস্তাব শুনেই আদাজল খেয়ে আসরে নেমে পড়েছে তৃণমূল। তাঁদের দাবি, স্টেশনের নাম হওয়া উচিত স্বামীজির নামে। তাঁদের যুক্তি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে এ রাজ্যে একটা বন্দর রয়েছে। তাহলে আবার স্টেশন কেন? ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার পর দেশে ফিরে বজবজ থেকে ট্রেনে শিয়ালদহে নেমেছিলেন স্বামীজি। স্টেশনের সঙ্গে স্বামীজির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই যদি নাম বদল করতেই হয়, তাহলে শিয়ালদহ স্টেশনের নাম স্বামীজির নামে করা হোক।

শব্দবাণ-৩৬০

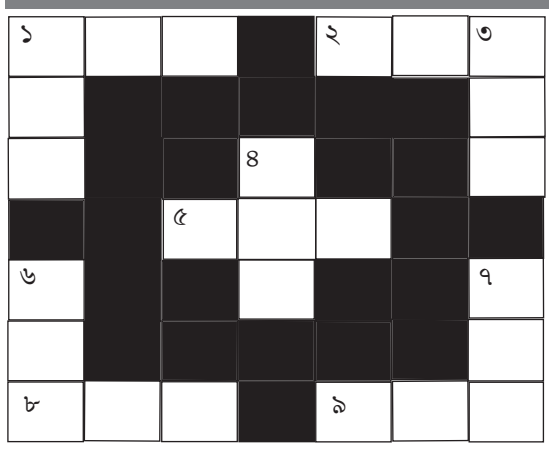

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. আমার্জিত ভাব, অভদ্রতা
২. অতিরিক্ত অনুরক্ত ৫. এলোমেলো, আলুলায়িত
৮. যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ৯. উঠোন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ক্রেতা ৩. ধরন, প্রকার
৪. প্রবঞ্চক ৬. আয়োজন বা উদ্যোগ ৭. মাগনা, নিখরচা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫৯

পাশাপাশি: ১. কীর্তিকাহিনি ৪. শিক্ষা ৫. টাইম
৭. তত্রাচ ৯. ধারা ১১. গণধোলাই।
উপর-নীচ: ১. কীএকটা ২. কালে ৩. নিশিরাত
৬. মণিরাগ ৮. চইচই ১০. মাধো।

জন্মদিন

আজকের দিন

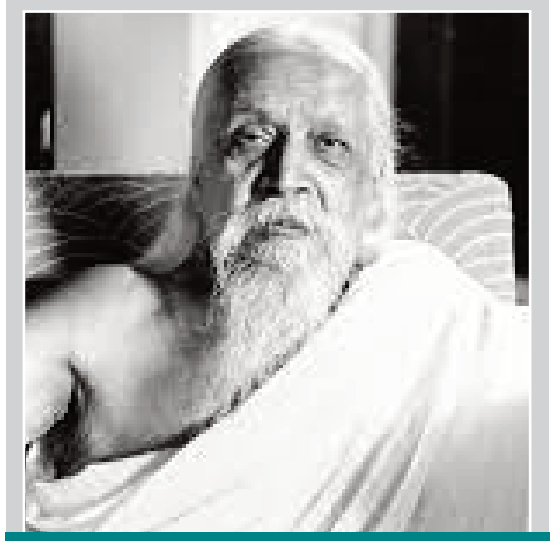

ঋষি অরবিন্দ

১৮৭২ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন।*
১৯২৬ *বিশিষ্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রমেশ পোখরিওয়ালের জন্মদিন।*

‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?’

শান্তনু রায়

দেশ পরাধীন কালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যের একটি কবিতার এ পংক্তিটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জনমানসকে উজ্জীবিত উদ্বুদ্ধ করেছিল বিপুলভাবে।ব্রিটিশ শাসনে স্বদেশবাসীর উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার প্রেক্ষিতে কবিতাটি সৃজিত হলেও মানুষের স্বাধীনতার চিরন্তন ও স্বাভাবিক অভীপ্সার কথাই উচ্চারিত হয়েছে এ সৃজনে। বাস্তবিক এ পৃথিবীর কেই বা পরাধীন হয়ে বাঁচতে চায় !

সেই ব্রিটিশ শাসনের অবসানে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা এসেছিল আজ থেকে প্রায় আট দশক আগের পনেরোই আগস্টের সেই মধ্যরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশকে খন্ডিত করে। রনক্লান্ত মোহগ্রস্ত জাতির ধৈর্যহারা নেতৃত্ব ক্ষমতার তখতে বসতে অধীর আগ্রহে দেশের ভাগ্যকে করেছিলেন রাজনীতির ক্ষমতা লাভের ঘুঁটি। আর এজন্য দু'টি প্রদেশ-বাংলা ও পাঞ্জাবকে দিতে হয়েছিল চরম মাশুল। পরাধীনতা থেকে মুক্তির ঐ আনন্দের দিনে সত্যই কি কোন হতাশা আক্ষেপ উচ্চারিত হয় নি,মনে হয়নি এর জন্য এত কষ্ট ,আত্মনিগ্রহ আর আত্মবলিদান!

যদিও চন্ডী লাহিড়ীর ভাষায়- It was the darkest day . To some it was the brightest .It brought joy to a handful and tears to the faithful. The decision to partition India was taken by some people in the backyard and imposed on unsuspecting millions without their consent.

ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশকে খণ্ডিত করে হলেও অর্জিত সে স্বাধীনতারও গুরুত্ব কিছু কম নয়-এ সত্য। কিন্তু এও তো সত্য যে সে সময়ের পূর্ববর্তী কয়েক দশক ধরে বীরপ্রসবিনী দেশমাতৃকার কত বীরসন্তান যে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য অনুভবে নিঃশেষে দিয়েছিল প্রান, নির্ভয়ে দিয়েছিল আত্মাহুতি, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গিয়েছিল জীবনের জয়গান- সেও তো মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের লক্ষ্যে। তবে মধ্যরাতে প্রাপ্ত স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের জাঁকজমক রোশনাই উদযাপন অতিক্রম করে আজ ১৫ই আগস্ট সে স্বাধীনতার আটাত্তরবছর পূর্তির ক্ষণে দাঁড়িয়ে কি মনে হয়না 'অশ্রুজলে' লেখা তাঁদের আত্মোৎসর্গের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী আজ বিস্মৃতপ্রায় , হয়ত নামগুলিও যেন ক্রমে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া হচ্ছে-প্রান্তিকতায় নির্বাসিত করে।

বলাবাহুল্য দক্ষিণ এশিয়ার রনাঙ্গনে দাঁড়িয়েও ভারত পথিকের ইথার তরঙ্গে প্রেরিত বারংবার সতর্কবাণী উপেক্ষা করেও দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দর কষাকষি করে ভারতবর্ষকে বিভক্তিকরণে এক ধর্মভিত্তিক নতুন পড়শি রাষ্ট্রের জন্মের স্বীকৃতিপূর্বক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ স্বাধীনতা আর যাই হোক সেই অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইপ্সিত স্বাধীনতা নয়, প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ত আজও অর্জিত হয় নি।

যে আবেগ ও প্রেরণায় ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে কিশোর ক্ষুদিরাম স্মিতহাস্যে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে নিয়েছিলেন , ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে উধম সিং আদালতে বলেছিলেন-তআমি যা করেছি ঠিকই করেছি এ তো আমার মহান কর্তব্য ,দেশের সম্মান রক্ষার্থে প্রান দেব এ যে আমার পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্যদ কিংবা ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত মদনলাল ধিংড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দৃপ্ত উচ্চারণ- ' The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dying ourselves– therefore I die and glory is my martyrdom.'তার দ্যোতনা হৃদয় স্পর্শ করলেও দিশা হতে পারেনি স্বাধীনোত্তর উপমহাদেশের নাগরিক সমাজের ;তার যথার্থ উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে অপারগ অনীহ ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি। ফলতঃ ক্রমে আপাদমস্তক দুর্নীতি অপরাধপ্রবণতা ও নৈরাজ্যে নিমজ্জিত, অনেকক্ষেত্রেই রাস্ট্রীয় প্রণোদনায়, এ বর্তমান সমাজ।বেড়েছে নীতিহীনতার আগ্রাসন।

দুঃসাহসী অগ্নিসন্তানদের সেই ভাবনা ও চিন্তাধারা বর্তমান সময়ের আখের গোছানোর রাজনীতির আবহে হয়তো বড় বেমানান ঠেকে। এ সময়ের মূল্যায়নে ওঁরা যথেষ্ঠ 'বুদ্ধিমান' ছিলেন না কেবল এমনটি মনে হওয়া নয়, কোন কোন বৌদ্ধিক মহল দ্বারা 'অ্যানার্কিষ্ট', 'টেররিষ্ট' ইত্যাদি নামে এই নির্ভীক স্বাধীনতাযোদ্ধাদের অভিহিত করে তাঁদের ভূমিকা লঘু প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টাও আজকের দস্তুর।

তাঁদের বীরত্বপুর্ন আত্মোৎসর্গের স্মৃতি বুড়িবালামের তীর আর জালালাবাদের পাহাড় প্রান্তর, ইম্ফল মইরাং এর প্রান্তরে প্রান্তরে এবং অন্যত্র বাতাস বয়ে বেড়ালেও 'আধুনিক',উচ্চশিক্ষাভিলাষী কেরিয়ার সর্বস্ব উন্নাসিক ছাত্র-যুব সমাজের বিভিন্ন 'কলরব'এ তাঁদের নাম সচরাচর স্মরন করা হয় না - তাঁরা যেন আজ কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান বিস্মৃতপ্রায় আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালিয়ানায়।

তবে দেশ কে ভাগ করেই অবশেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের ১৪/১৫এর মধ্যরাত্রি প্রাপ্ত স্বাধীনতাও অর্থবহ করায় আন্তরিকতা প্রত্যাশিত ছিল আটাত্তর বছর আগের এমন দিনে নবীন সূর্যের আলোয় আলোকিত সেই নতুন প্রভাতে হর্ষোৎফুল্ল সাধারন মনে। বিভাজিত ভূমির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেল জনমানসে এক বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল এই 'নতুন ভারত' এর স্বপ্ন ।সে প্রত্যাশা অস্বাভাবিক বা অমূলক ছিল না। সুযোগও যে ছিল না তা নয়। সাবরমতীর মহাত্মন 'পিতা'র সস্নেহ আনুকূল্যে এলাহবাদের আধুনিক জননায়কের হাতে ভাগ্য সোপর্দ হওয়ায় এ প্রত্যাশা অস্বাভাবিক ছিল না যে বিবেকানন্দের বাণী অনুসরণে তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় 'নতুন ভারত বেরুবে লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা-মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে কারখানা থেকে , হাট থেকে বাজার থেকে'। বাস্তবে কিন্তু অন্যরকম হোল। সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার সেই প্রথম প্রভাত থেকেই সরকারি প্রচার যন্ত্রের পক্ষপাতিত্বে সুর কাটতে আরম্ভ হলো ।যাঁদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা এসেছে তাঁদের নামে অকুণ্ঠ প্রশস্তিকালে একবারও উচ্চারিত হল না সেই ক্ষাত্রতেজস্বীর নাম কিংবা বাংলার অগ্নিসন্তানদের নাম! তবে কি এ স্বাধীনতা এসেছে কেবলমাত্র সত্যাগ্রহ আর অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে।আর সব মিথ্যা? এ আত্মপ্রচারের প্রয়োজন হয়েছিল হয়ত এক সময়ের রাজনৈতিক সতীর্থ ও সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বির পুনর্বিভাবে ক্ষমতার আসনটি হারানোর আশঙ্কায় সর্বক্ষনের উদ্বিগ্নতা থেকে। সে সম্ভাবনা নির্মূল করে নিজের আসন সুনিশ্চিত কন্টকশূন্য রাখার চেষ্টা করে যেতে হয়েছে আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়েও। গর্ব করে বলা এ বৃহত্তম গনতন্ত্রে একটি পরিবারের বংশানুক্রমিক শাসনের সূচনার প্রস্তুতি তখনই। যদিও ক্ষমতাসীন সেই 'কলোসাসে'র ছিল না, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক বিনয় মুখোপাধ্যায়ের (যাযাবর) মতে, যথেষ্ট বাস্তবতাবোধ, অনেক বিষয়ে তিনি ছিলেন স্বরচিত কল্পরাজ্যের স্বপ্নচালিত মানুষ-পলিটিক্যাল somnambulis। ভাসাভাসা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবাবেগে কল্পনাবিলাসী মানসিকতায় গগনবিহারী পদচারনা রাষ্ট্রশক্তি বা জাতিগত শক্তির উদ্বোধনে যে অনুঘটক হতে পারে না তা বলাইবাহুল্য। ক্রমে স্বপ্ন বিবর্ন হতে লাগল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি,খাদ্যে অনেকয়াংশে স্বয়ংসম্পূর্নতা স্বত্তেও। প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং এক সময়ে শিল্পায়ন এর হাওয়ায় উন্নয়ন'জনিত ব্যাপক পরিবর্তন হলেও এর অভিমুখ সঙ্গতকারনেই বিতর্কিত। কথায় কাজে পরিলক্ষিত হল বৈপরীত্য।

সাহিত্যিক তারাশঙ্করের দ্বিতীয় সত্তা 'পঞ্চগ্রামে'র দেবু ভারতের চিরন্তন কল্পনার কাল সত্যযুগকে আমন্ত্রন জানিয়েছিল - নতুন ভঙ্গিতে নতুন ভাষায় ,নতুন আশায় নতুন পরিবেশে। কিন্তু 'মানুষের পরম কামনার মুক্তি একদিন আসবেই' এ প্রতীতি ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল। দেশ এবং নাগরিক দুয়ের মাঝে আত্মিক অসংহতিতে রচিত দুস্তর ব্যবধানে এবং জনজীবনের সর্বস্তরে দুর্নীতির ক্রমবিকাশ এবং প্রকাশ জন্ম দিল পারস্পরিক অবিশ্বাস। বিশ্বায়নের যুগে আস্থা হারান আবহে রাষ্ট্রের তার নাগরিকের প্রতি কল্যাণকর ভূমিকা ক্রম অবলুপ্তির পথে।আমাদের গৌরব যে এদেশ আজ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি-চতুর্থ হওয়ার সম্ভাবনার পথে আগুয়ান-সামরিক শক্তিতে চতুর্থ। তবে 'চুইয়ে পড়া' তত্ত্বে সার্বিক উন্নয়নের সম্ভাব্যতাও আজ প্রশ্নের মুখে। দারিদ্র্য দূরীকরন কর্মসূচীর ফলে এক শ্রেণির মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে কিন্তু শ্রেনীভেদে আর্থিক ফারাক বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকোচনজনিত হতাশা গ্রাস করছে তরুনসমাজকে।সংরক্ষণের ললিপপ নিতেই উদগ্রীব সকলে,সংরক্ষণ আরও সংরক্ষণ- এই এখন সর্বরোগহর বটিকা। অন্যদিকে এর সুযোগ নিচ্ছে অশুভ শক্তির কেন্দ্রগুলি। কৌশলে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিভেদের বীজ, দেশকে দূর্বল ভঙ্গুর করার মন্ত্র-কখনও ধর্মের,কখনও জাতের নামে।দলীয় রাজনীতির রাহুগ্রাসে আজ ন্যায়-অন্যায় , রাজধর্ম বোধ সব নিষ্পেষিত- 'উন্নয়নে'র হাত ধরে দুর্নীতি আজ বাড়বাড়ন্ত প্রদেশ বিশেষে। দিকে দিকে বিচারের বাণীর নীরবে নিভৃতে ক্রন্দন অনুভূত হচ্ছে কিন্তু বলার কেউ নেই।আইন মান্যকারী নাগরিককেও আজ প্রায়শ হতে হয় হেনস্থার শিকার- সন্ত্রস্ত থাকতে হয় দুর্বৃত্তদের অবাধ স্বাধীনতায়- রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নজনিত পঙ্কিলতায়। রাজনৈতিক দলগুলির দুঃসহ ভণ্ডামিতে তিতিবিরক্ত সাধারন মানুষও বুঝতে পারছে কিন্তু সবাই অসহায়। ভোটের বাক্সের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের একাংশের মুখ বন্ধ করতে সরকারি কোষাগার থেকে অনুদান রাজনীতির রমরমা- বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা কে কত বেশি টাকার টোপ দিয়ে ভোটারদের মনজয় করতে পারে।রাজ্যবিশেষে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে একেই উন্নয়নের মডেল রূপে প্রচার করা হচ্ছে। এমনকী ভোটের মেশিনারী প্রস্তুতির লক্ষ্যে নিজের কর্মচারীদের প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত করে ও রাস্তাঘাটএর বেহাল দশা সত্ত্বেও ক্লাবগুলিকে দেয় বাৎসরিক 'ডোল' এবং অন্যান্য মোচ্ছবের খাতে ব্যয় ক্রমবর্ধমান।

নব্য বনিককূলের ক্রমবর্ধমান শক্তিমান হওয়ার বাসনায় সীমাহীন দূর্নীতি আর অনাচারে রাজশক্তির একাংশের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রশ্রয়দানে এবং পরবরতীকালের ভুবনায়নের সুযোগ নিয়ে।সামনে কোন আদর্শ না পেয়ে যুব সমাজ বিভ্রান্ত।সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নও ক্রমবিলীয়মান ভুবনায়নের মায়াবি হাতছানিতে। প্রতিবাদী আন্দোলন মাঝে মধ্যে শুরু হয়েও তেমন দানা বাধতে পারে না রাজনৈতিক গোলকধাধায়।

এই ভোগবাদী সমাজের সর্বদেহে আজ দূর্নীতির প্রকোপ অপশাসনের সুযোগে। এক সময়ে বিবিধ 'স্ক্যাম' এর কর্কট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল দেশ ক্ষমতার কুৎসিত প্রকাশের অশুচি স্পর্শে, অশুভ শক্তির সাহচর্যে-দেশের বিচারালয়ে এমনই অনেক অভিযোগ ছিল বিচারাধীন। দূর্নীতি আজ আর বিশেষ শ্রেনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় জনগনতান্ত্রিক- মাত্রায় তফাত কেবল মানসিকতায় সমগোত্রীয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্বের লক্ষ্য যে কোনভাবে ক্ষমতাদখল ,আদর্শের স্থান গৌণ এবং 'আফটার মি ডিলিয়ুগ'। স্বাধীনোত্তর এদেশের কয়েক দশকের দীর্ঘ ইতিহাসের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত-ক্ষমতায় থাকার জন্য ভোটের বাক্সে সাময়িক সাফল্যের অঙ্কে অনেক ক্ষেত্রে শাসক এমনকি বিরোধী দলেরও আদর্শগত বিচ্যুতি আপোষ/তোষামোদের এমনকি বিভেদে উস্কানি দেওয়ার উপাখ্যান। হতাশা আর অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে যেমন কখন মনে হয় এ দেশ যেমন তার অধিবাসীর প্রতি অন্যায়ে উদাসীন , দেশের সাথে একাত্ম হতেও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাগরিক অনুভূতি ,নিজের হক বুঝে পাওয়া ব্যতীত। তাই প্রশ্ন জাগায় দেশের বর্তমান অবস্থা। মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন কুরেকুরে খায় এ স্বাধীনতা কার?যারা এর সুযোগ নিয়ে আপন বানিজ্য এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে,দেশবাসীকে বঞ্চনা করে ।ণের?নাকি যারা এ দেশের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে এর কাঠামোই বিনষ্ট করতে চায় তাদের?২০২১ এর জাতীয় অপরাধ ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে ৩১৬৭৭ ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে-অর্থাৎ দিনে মোট ৮৬টি , ২০১৯ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে গড়ে প্রতি ১৬ মিনিটে একটি ধর্ষণ ঘটানোর দুঃসাহস ও সুযোগের স্বাধীনতা? দুর্নীতি আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দুর্নীতির চক্র আজ এত শক্তিশালী সারা দেশে যে নিজেদের কুকর্ম ফাঁস হওয়া আটকাতে ষড়যন্ত্র করে শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত সরকারী হাসপাতালের মধ্যেই নাইট ডিউটিতে থাকা প্রতিবাদী পড়ুয়া ডাক্তারকেও ধর্ষিত ও হত হতে হয় মধ্যরাত্রিতে এবং বছর পার হয়ে গেলেও সেই দুষ্টচক্র অধরাই থেকে যায়।এবং সে ঘটনার দিন কয় পরে এই স্বাধীনতা দিবসেরই আগের রাতে দলবদ্ধ সমাজবিরোধীরা হানা দেয় সে হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে সাক্ষ্য প্রমানাদি ধ্বংস ও বিনষ্ট করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায়(প্রশ্রয়ে?)।

আবার সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রভাব এমনই যে পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত এক সমাজবন্ধু যে সাধারন মানুষটির মাথা গোঁজার উপযুক্ত ঠাই না থাকলেও সরকারী আবাস যোজনায় একটি ঘর তাঁর নামে জোটে না।তাঁর দুরবস্থার ভিডিও ভাইরাল হলে হয়ত টনক নড়ে নতুবা সকলের অগোচরেই থেকে যেত বিষয়টি।

কখনো কখনো মনে হয় স্বাধীনতার অর্থ কি যারা পরিকল্পনামত দেশের মানচিত্র বদলে বিভিন্নভাবে (কৌশলে জনবিন্যাস বদলেও) সদাসচেষ্ট গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগে তাদেরও দেশবিরোধী সেই বিপজ্জনক অপকর্মের স্বাধীনতা ?তাইকি তাদের নামেই জয়ধ্বনি ওঠে কোন কলরবে? তবে কি এই মানচিত্র অটুট রাখতে সীমান্তে সদা জাগ্রত সেনানীর রক্তের আল্পনা বৃথা হবে? খন্ডিত স্বার্থে দেশমাতাকে খণ্ডবিখণ্ড করার প্রয়াস সর্বদা।

অতীশ দীপঙ্কর, শ্রীচৈতন্য আর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব ধন্য এ পুন্যভূমি কেবলমাত্র কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ,আসাম থেকে গুজরাট এ ভূমির মানচিত্রটিই সবনয়- এ মেনে নিয়েও একথা অনস্বীকার্য যে মানচিত্রে নির্দেশিত ভূখন্ডের সার্বভৌমকতা রক্ষাও জরুরী, যে কোন আদর্শ নীতির বাস্তবায়নে।

সত্য সীমানায় সদা সতর্ক প্রহরীরা ব্যাপৃত রক্তের অলিম্পনেও , প্রয়োজনে সীমানা অতিক্রম করেও জঙ্গী ও শত্রু নিধনে এই ভূখন্ডের নিরাপত্তা বিধানে , দেশের মানচিত্র পরিবর্তনে লিপ্ত বিদেশি মদতপুষ্ট কুচক্রী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। তবু যে কখনও কোন কোনে গোপনে বা প্রকাশ্যে মানচিত্র বদলকারী শক্তির সমর্থনে ধ্বনি উচ্চারিত হয় কোন মহলের 'কলরব'এ চূড়ান্ত 'এলিটিজম'এর বাতাবরনে তথাকথিত 'র‍্যাডিক্যালিজম' বা আন্তর্জাতিকতার মোহে। কিন্তু দিনের শেষে আশ্রয় যে এখানেই। 'দেশপ্রেম' এবং 'জাতীয়তাবোধ' আজ যেন কম্পিত হৃদয়ে দাঁড়ায়ে বাহির দুয়ারে। কিন্তু মেকী আন্তর্জাতিকতার খোয়াবে থাকা অনেক 'পণ্ডিত' মনে এ কথা স্থান পায় না।

আজকের এদেশের সমাজজীবনে ধর্মের নামে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান । ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশে বা রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রাসঙ্গিক উপস্থিতিতে কোন না কোন ধর্মীয়সিঁড়ি ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার আজ দস্তুর। রাজনীতি ও ধর্মের আজ অনভিপ্রেত অপবিত্র সখ্যতা। অশিক্ষা ও অল্পশিক্ষাজনিত অজ্ঞতায় কখন যেন ধর্মভীরু মন হয় ধর্মান্ধ,পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে আগ্রাসী স্বার্থান্ধ মহলের ইন্ধনে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের জন্য সবধরনের ধর্মীয় মৌলবাদই সমান ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য-একথা জেনেও রাজনীতির কারবারীরা ধর্মীয় মৌলবাদকে তোল্লা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত — দেশের সংহতি বিপন্ন হলেও।

তবে মা ব্যধিগ্রস্ত হলেই তাঁকে ত্যাগ করে যাওয়া যায় না । নিজের কেরিয়ারের জন্য ভোগবিলাসে বছরের অধিকাংশ সময়ে বিদেশবাসের স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে মাঝে মধ্যে দেশে ফিরে ভি আই পি ব্যবস্থায় স্বল্পকালীন অবস্থানে পরিযায়ী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা যাদের ভাগ্যে নেই সেই সাধারণদের মাতৃভূমিসম এ দেশই যে শেষ আশ্রয় -দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে নিজের ভাগ্যও সম্পৃক্ত-এই চরম বাস্তবতা ।তাই সতত আশঙ্কা ভবিষ্যতের কথা ভেবে।বিভ্রান্ত দিশেহারা মন তাই চিন্তিত- পথের শেষ কোথায়? মুক্তির উপায় কি ?

নান্য পন্থা? না, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো চলবে না ।সময় হয়ত এখনো সম্পূর্ন অতিক্রান্ত হয়নি, বিপন্নতা পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে মুক্তিলাভের, আমদেরই করতে হবে মায়ের দুঃখমোচন।

তবে আজকের দিনের প্রার্থনা হোক কবি নির্মলেন্দু গুনের কবিতার অনুসরনে- স্বাধীনতা,তুমি দীর্ঘজীবি হও। তুমি বেঁচে থাকো/আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে প্রেমে, বল পেন্সিলের /যথেচ্ছ অক্ষরে, শব্দে,যৌবনে ,কবিতায়।

কিন্তু বর্তমানের দ্বন্ধ ,সংঘাত জর্জর আভ্যন্তরীন অনৈক্য ভেদাভেদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস এবং সীমানায় বহির্শক্তির ক্ষণে ক্ষণে আস্ফালনের আবহে আজ প্রয়োজন এক সঠিক নির্ভীক কাণ্ডারীর।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাংলাদেশে ২০ দিন জেলবন্দি থাকার পর অবশেষে মুক্তি

ভারতে ফিরলেন মালদার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: অবশেষে বাড়ি ফিরলেন মলদার পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখ। বাংলাদেশে ২০ দিন জেল খাটার পর অবশেষে নির্দিষ্ট মামলার রায়ের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ভারতে পাঠানো হল তাঁকে। পরে বসিরহাট থানায় তাঁর ভারতীয় প্রমাণপত্র দেখিয়ে আইনি প্রক্রিয়া সেরে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও এই বিস্তর হয়রানির দায় কার, এই প্রশ্ন তুলেছেন আমিরের পরিবার।

এদিন আমিরকে ফিরে পেতে দুপুরের মধ্যেই বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত বর্ডারে উপস্থিত হয়েছিলেন বাবা, কাকা, দাদা ও তাঁদের এক আইনজীবী। বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ থেকে ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে আমিরকে বিএসএফের হাতে তুলে দেন বাংলাদেশি সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তারপর বসিরহাট থানার পুলিশের কাছে উপযুক্ত নথিপত্র দেখিয়ে এদিন রাতেই তাঁর পরিবার তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, রাজস্থানের দীর্ঘ দুই মাস ডিটেনশন ক্যাম্পে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন মালদার ওই পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখ। উপযুক্ত নথিপত্র দেখানোর পরেও রেহাই পাননি মালদার যুবক। তারপর তাঁকে একপ্রকার জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। নির্দিষ্ট মামলার পর ঘোজাডাঙা সীমান্ত বিএসএফ পক্ষ থেকে বাংলাদেশে যোগাযোগ করা হয়। দীর্ঘ ২০ দিন বাংলাদেশ জেলে থাকার পর তাঁকে আবার ভারতে ফেরত পাঠায় বিডিআর। মালদার পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখের বাবা জেমস শেখ বললেন, 'ভারতীয় নাগরিক আজ বাংলাদেশি তকমা পেল, কেবলমাত্র বাংলা ভাষা বলার জন্য। বড় ধরনের নির্যাতনের শিকার আমার ছেলে।' প্রসঙ্গত, মালদার কালিয়াচক থানার জামালপুরের বাসিন্দা আমির শেখ রাজস্থানে কনস্ট্রাকশন লেবারের কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পুলিশ তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে। আমির বাড়িতে যোগাযোগ করলে তাঁর পরিবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণপত্র পাঠিয়ে দেয় রাজস্থানের পুলিশকে। তারপরেও মানতে চাইনি পুলিশ। তাঁকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে যাওয়ার পর সেখানকার এক যুবকের মোবাইলে ভিডিও কলে একটি বার্তা পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিও ভাইরাল হতেই তোলপাড় পড়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়া-সহ বিভিন্ন মহলে। বিষয়টি খবরের শিরনামে চলে আসে। বিরোধীরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অবশেষে সেই যুবককে ফিরে পেল তাঁর পরিবার। বসিরহাট থানার পুলিশ আমির শেখ এর প্রয়োজনীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন 9331059060–9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বড়শুল শাখার জন্য লিজে শাখা/অফিস প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **বড়শুল শাখা, গ্রাম, পো. এবং থানা - শক্তিগড়, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পব, পিন - ৭১৩১২৪** পরিমাণ **১৫২০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া একতলায়, প্রধান সড়ক ব্যবসায়িক ব্যস্ত এলাকা ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ন্যূনতম ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে ব্যাঙ্ক শাখা স্থাপনের জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে লিজের ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম **১৬.০৮.২০২৫ থেকে ০৬.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে ২৫০ টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই এর আকারে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে, আসানসোলে** প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮ জি টি রোড (পশ্চিম) আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১, পব

বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট থেকে : www.indianbank.in

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আসানসোল মেন শাখার জন্য লিজে শাখা/অফিস প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **আসানসোল মেন শাখা, ১৯৯ এবং ২০০ (বর্তমানে ৮১ এবং ৮২) জি টি রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১**-এর নিকট পরিমাণ **১৭০০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া একতলায়, প্রধান সড়ক ব্যবসায়িক ব্যস্ত এলাকা ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ন্যূনতম ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে ব্যাঙ্ক শাখা স্থাপনের জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে লিজের ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম **১৬.০৮.২০২৫ থেকে ০৬.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে ২৫০ টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই এর আকারে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে, আসানসোলে** প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮ জি টি রোড (পশ্চিম) আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১, পব

বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট থেকে : www.indianbank.in

SBI এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো. ব্যারাকপুর
জেলা : ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০
ইমেল : sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. No. 37937309817 (HBL) এবং 37937366275 (Suraksha)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর আইন ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৯.০৬.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী বিবেক কুমার শাউ** পিতা অরুণ কুমার শাউ ঠিকানা - ৪৭/এ, এ টি রায় রোড, তালপুকুর ব্যারাকপুর কলকাতা - ৭০০১২৩ **এবং শ্রামীত উষা শাউ** স্বামী অরুণ কুমার শাউ, ঠিকানা - ৪৭/এ, এ টি রায় রোড, তালপুকুর ব্যারাকপুর কলকাতা - ৭০০১২৩ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৪৫,৩০৬.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশ ছয় টাকা) ০৬.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** নিকট বকেয়া **১৪,৪৫,৩০৬.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশ ছয় টাকা) ০৬.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ ০১ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি মৌজা : চানক, জেএল নং ৪, তৌজি নং ২৯৯৮, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৪৪ এবং ৩৫৩২, আরএস দাগ নং ২৩৯১ এবং ২৩৯১/২৬১৪ বারাকপুর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ২০, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪৭/এ, এ টি রায় রোড, থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১২৩। দলিল নং ৫৩৬০, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩২, পৃষ্ঠা ১৩১ থেকে ১৩৮, - ১৯৯৯ সালের, এডিএসআরও - বারাকপুর।
সম্পত্তি শ্রীমতি উষা শাউ, পিতা অরুণ কুমার শাউ এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এ টি রায় রোড; **দক্ষিণে :** খাল; **পূর্বে :** লক্ষ্মী রায় এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** লক্ষ্মী রায় এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ - ১৩.০৮.২০২৫
স্থান - এ টি রায় রোড

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পোদ্দার প্রোজেক্টস লিমিটেড

CIN No: L51909WB1963PLC025750
১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, ১০ম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭, **ই-মেল:** investors@poddarprojects.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত বর্ষ
	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কাজকর্ম থেকে সূত্রে মোট আয়	১,৬০৪.৩৭	১,৬৮৫.৬২	১,৮১৯.৮৫	৭,৩৮৩.৫২
কাজকর্ম থেকে ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ (+)/ক্ষতি(-)	১৩৮.৩৫	(১১৭.১০)	২৮১.৮৭	১,০৩২.১৯
চলতি কাজকর্ম থেকে কর পূর্ব কাজকর্ম থেকে লাভ(+)/ক্ষতি(-)	১৩৮.৩৫	(১১৭.১০)	২৮১.৮৭	১,০৩২.১৯
লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য, চলতি কাজকর্ম থেকে	৯৯.৮৬	(৪৭.৬৯)	২৩০.৪৫	৮৬৯.৬৫
মোট ব্যাপক আয়		-	-	৩৪৬.৪৩
পরিশোধ করা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি				
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কাজকর্ম থেকে				
মৌলিক (টাকা)	৩.৩৬	(১.৬০)	৬.৮৪	২৯.২৫
মিশ্রিত (টাকা)	৩.৩৬	(১.৬০)	৬.৮৪	২৯.২৫

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করার পরে **১৪ আগস্ট ২০২৫** -এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ www.poddarprojects.com
৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধিমালা এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস) অনুসারে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কালের চিত্রটি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার প্রোজেক্টস লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার পোদ্দার
(চেয়ারম্যান)
DIN : 01598304

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৫

SBI লেক টাউন শাখা
পি-৮৭১, লেক টাউন রোড, ব্লক এ, লেক টাউন,
দক্ষিণ দমদম, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৯
মোবাইল : ৯৬৭৪৭১৩৫৮৫, ই-মেইল : sbi.01506@sbi.co.in

গাড়ীর নিলাম

এসবিআই-এর কাছে বন্ধক রাখা পুরাতন বাতিল গাড়ি/যানবাহন **২১.০৮.২০২৫ তারিখে** নিলামে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের **১৯.০৮.২০২৫ তারিখে সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২টা** পর্যন্ত নীচের উল্লিখিত স্থানে ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে গাড়ি/যানবাহন পরিদর্শন/পরিদর্শন করার জন্য। নিলামের দরপত্র **২১.০৮.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫টায় এসবিআই, লেক টাউন, পি-৮৭১, লেক টাউন রোড, ব্লক এ, লেক টাউন, দক্ষিণ দমদম, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৯-এ খোলা হবে। যোগাযোগ নম্বর ৯৬৭৪৭১৩৫৮৫**

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
১.	মেক : মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লি., মডেল : **MARUTI SWIFT ZXI (PETROL);** রেজি. নং **WB01BC1734**, রেজিস্ট্রেশন তারিখ : ২২.০৩.২০১৬, ইঞ্জিন নং **Z12EP1038595**, চেসিস নং : **MBHZCDESKRF138530**। মালিকের নাম : শ্রী বিপ্লব কুমার সেনগুপ্ত, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৮৫১২৪৮২৯৬, বকেয়া পরিমাণ : ৮,৬০,২৫৪ টাকা এবং সুদ।	২০২৪	৭,০২,০০০.০০ টাকা	৭০,২০০.০০ টাকা বর্ধিত পরিমাণ ১০০০.০০ টাকা

সমস্ত যানবাহন **"যেখানে যেমন আছে", এবং "যে অবস্থায় আছে"** শর্তে নিলাম করা হবে।
ক) আগ্রহী ক্রেতারা নির্ধারিত ফর্মে তাদের প্রস্তাব এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০ শতাংশ সমপরিমাণ জামানত অর্থ "এসবিআই, লেক টাউন" অনুযায়ী ব্যাংক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে ২০.০৮.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত জমা দিতে হবে। কোনও নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। তাদেরকে যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং "বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" সহ জমা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিচয়পত্রের ফটোকপি অনুষ্ঠানস্থলে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ "বিড" পরিমাণ পরিশোধের পর ব্যাংক থেকে "বিক্রয় শংসাপত্র" ইস্যু করার সময় দুটি রঙিন পাসপোর্ট ছবি আনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।
গ) দরপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবলমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা দিতে হবে, যা বায়না জমা বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। রোড ট্যাক্স, বীমা ইত্যাদির মতো যেকোনো আইনগত বকেয়া ক্রেতা বহন করবে।
ঙ) ব্যাংক কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিত/স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
চ) গাড়ির নিবন্ধন দরদাতাদের দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে। এসবিআই, লেক টাউন বা অন্যান্য এসবিআই শাখা/কর্মকর্তা দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য কোনওভাবেই দায়ী নয়।
দ্রষ্টব্য : প্রযোজ্য হার অনুসারে এই দামগুলিতে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তারিখ : ১৫.০৮.২০২৫ স্থান- লেক টাউন
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড

CIN NO: L74140WB1990PLC050229
রেজিস্টার্ড অফিস: আলিপুর হাইটস, ৫বি, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর হাইট, কলকাতা-৭০০০২৭
ইমেল আইডি: support@emkayconsultants.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২৬.৬৭	১১২.৫৫	৩৪.৮৩	২৪০.৮০
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	৩৫.২৭	(০.৬০)	(২.৫২)	(১৭.২২)
চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	৩৫.২৭	(০.৬০)	(২.৫২)	(১৭.২২)
চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ [+] /ক্ষতি [-]	৩৫.২৭	(০.৬০)	(২.৫২)	(১৭.২২)
মোট আনুপুঙ্খিক আয়	৩৫.২৭	(০.৬০)	(২.৫২)	(১৭.২২)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকার)	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে	১.১৭৫	(০.০২০)	(০.০৮৪)	(০.৫৭৪)
মূল (টা.)	১.১৭৫	(০.০২০)	(০.০৮৪)	(০.৫৭৪)
মিশ্রিত (টা.)	১.১৭৫	(০.০২০)	(০.০৮৪)	(০.৫৭৪)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি হওয়ার পর ১৪.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত ও নথিভুক্ত হয়েছে।
২. কোম্পানির নিরীক্ষকরা সেবি এলওডিআর (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগগুলেশন ৩৩ অনুসারে ৩০ জুন ২০২৫-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
৩. কোম্পানিটি শুধুমাত্র একটি সেগমেন্টে কাজ করছে।
৪. উপরোক্ত সময়কালের জন্য রিপোর্ট করার জন্য কোম্পানির কাছে কোনও ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ আইটেম নেই।
৫. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সংশোধিত তফসিল III অনুসারে সেবি দ্বারা সংশোধিত ফর্ম্যাট অনুসারে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় সাজানো / পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে।
৬. পূর্ববর্তী বছরগুলিতে অনুসৃত একই অ্যাকাউন্টিং নীতি এবং মান ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে, পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় সাজানো করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
দীপক কুমার সিং
(চেয়ারম্যান)
DIN: 00506236

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ অগস্ট, ২০২৫

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : হায়াৎ রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬
CIN - L15122WB2007PLC162762

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের (কিউ১) কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়, শেয়ার এবং শেয়ার প্রতি ডেটা ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড		
		তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২,৪৯৫.৭৩	১১,৩০২.২৮	২,২৪৬.৭০
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য ব্যতিক্রমী দফা ও কর পূর্ব	(৪৯৯.০৪)	২,৭১৮.৩৩	৭২.০৮
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৪৯৯.০৪)	২,৭১৮.৩৩	৭২.০৮
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৬৫২.৬৮)	১,৭৫২.০৩	(৩৮.৬২)
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	(৬৫০.৫৬)	১,৭৬০.৪৯	(৩৮.৯২)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (উর্দ্বতপত্রে প্রদর্শিত পূর্ববর্তী বছরের পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত)	২১,৯৭৭.১৫	২২,৬২৭.৭৩	২১,২৬০.৬২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য বিশেষ কার্যাদি পরবর্তী (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)			
	মূল :	(৩.৭৭)	১০.১৩	(০.২২)
	মিশ্রিত :	(৩.৭৭)	১০.১৩	(০.২২)

দ্রষ্টব্য -
১. স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকায়)

নং বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন		
	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪
	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২,৪৯৫.৭৩	১১,৩০২.২৮	২,২৪৬.৭০
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৬০৭.৪৯	৩,৪৯৬.২৭	৪৩১.৩৮
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৪৫৪.৮৯	২,৫৩৯.৬০	৩২০.৬৮
মোট ব্যাপক আয়	৩১৩.২৩	২,৫৪৮.০৬	৩১৩.২৩

২. ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ১)-এর অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল (**"আর্থিক ফলাফল"**) কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ, তাদের ১৪ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদন করেছে।
৩. উপরোক্তটি আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইটে **(URL: https://www.ahleast.com/financial-results.html)** উপলব্ধ। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে:

পরিচালন পর্ষদের আদেশ অনুসারে
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ অগস্ট, ২০২৫

THE METAL CORPORATION OF INDIA LIMITED
Regd. Office : 7A, Rameshwar Shaw Road, Kolkata-700014
Tel. 0172- 2747280, 2747285, E-mail : jyoti763@gmail.com
CIN: L10101WB1944PLC011718

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **79th Annual General Meeting (AGM) of the Members of THE METAL CORPORATION OF INDIA LIMITED will be held on Wednesday, 3rd September, 2025 at 11.30 A.M. at its Registered Office at 7A RAMESHWAR SHAW ROAD- KOLKATA- 700014.**
The cutoff date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 13.08.2025.
The E-voting period begins on 31.08.2025 at 09:00 A.M. IST and ends on 02.09.2025 at 05:00 P.M.IST. The e-voting shall not be allowed beyond 02.09.2025 (5.00 P.M).
Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 & SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 30.08.2025 to 04.09.2025 (both days inclusive).
The Notice of the meeting along with the Annual Report of the Company and detailed instructions relating to e-voting will be available on Company's website (www.tmcil.in).

Place: Kolkata
Date: 14.08.2025

FOR THE METAL CORPORATION OF INDIA LIMITED
Sd/-
Kishan Gopal Bagaria (Director)
DIN: 00496628

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করা হচ্ছে যে, ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ ব্যবস্থা ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ব্যবস্থা চলাকালীন, সমস্ত পুনঃ নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।
পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী রাহুল মিত্র নোডাল অফিসার কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি. 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬ ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪ ইমেল : rahul@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৮.২০২৫

AXIS BANK **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী তুষার কান্তি গিরি এবং শ্রী পীযূষ কান্তি গিরি	ক) ২১,৩০,০৭৮.৮০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪১২৬১৭৫৮, ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ২৯,৬৭৮.২৭ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪১২৬১৭৮৭, ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০৯.০৭.২০২৪ গ) ১১.০৮.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪.৪ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ দুর্গাপুর, জেএল নং ৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬১৫, ১৬১৬, এলআর প্লট নং ১৪৫৩, থানা : নামখানা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ নির্মিত।

তারিখ : ১১.০৮.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬
লিকুইডেটর : বিনয় কুমার সিংহানিয়া
আইবিবিআই ঠিকানা : প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ
১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল আইডি : binay1@yahoo.com যোগাযোগ নম্বর : +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০
ই-নিলাম - ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কর্পোরেট ডেটরের ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
সময় : বিকাল ৪টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রাসরণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
৩০ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত এর লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে বিক্রয় করা হবে, যা ১৩.০৬.২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে - **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ব্লক এ (অ্যাসেট আইডি ২৩০৬)			
ফার্নিচার এবং ফিক্সচার, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং তালিকাসহ, ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬ বিক্রি এবং **অ-চলতি সম্পদ এবং স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সহ বিক্রি-** **১. অতালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানি এর শেয়ারে বিনিয়োগ** **২. বিলম্বিত কর সম্পদ** **৩. দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম** **৪. সিকিউরিটি ডিপোজিট** **৫. ট্রেড রিসিভেবল** **৬. স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম নগদ এংব নগদ সমতুল**	৬,৩০,০০,০০০ (ছয় কোটি তিরিশ লাখ টাকা) টাকা	৬৩,০০,০০০ (তেষট্টি লাখ টাকা) টাকা	১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে কর্পোরেট ডেটরের মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রির বিস্তারিত ই-নিলাম নথি দেখুন EAUCTION/2025/01।

বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :
১. ই-নিলাম "যেখানে যেমন আছে" "যেখানে যা আছে", "যেমন আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" পরিচালিত হবে কারণ এই ধরনের বিক্রয় আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হবে।
২. সকল আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে **binay1@yahoo.com** এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. এসসিসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরপত্র ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ (ইএমডি + অন্য যেকোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. আগ্রহী ডাকদাতার ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করুন ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে।
৫. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৬. দরদাতা BAANK NET প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারবেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে BAANK NET-এ বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।
৭. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
৮. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মান বা নথি দেখতে পারেন নিজ ব্যয়ে এবং সন্তুষ্টির জন্য। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা প্রাক অনুমতি সাপেক্ষে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন; শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পোর্টালে **(https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home)** ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে।
৯. ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টে থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)।

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
ই-মেইল binay1@yahoo.com যোগাযোগ নং +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.০৮.২০২৫

ঝাড়গ্রামে তিরঙ্গা যাত্রা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

তৃণমূলকে ‘দেশবিরোধী’ দলের তকমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ঝাড়গ্রাম শহরে তিরঙ্গা যাত্রায় পা মেলালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী-সহ শাসকদল তৃণমূলকে একহাত নেন তিনি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর বাংলা ভাষা নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে বিদ্যাসাগরকে অপমান করা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী চাকরি ও ডিএ বঞ্চনার দায় এড়াচ্ছেন। বিশ্ব আদিবাসী দিবসের আগেই মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠান করে চলে গিয়েছেন বলেও কটাক্ষ করতে দেখা যায় তাঁকে। শুভেন্দুর দাবি, ‘রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে সঠিক চিকিৎসা নেই, ফলে রোগীরা রাঁচি ও ওড়িশায় চিকিৎসা করাতে যাচ্ছেন।’ পাহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি তৃণমূলকে ‘দেশবিরোধী’ দল আখ্যা দেন এদিন। একইসঙ্গে অভিযোগ করেন, ‘তৃণমূল, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিচ্ছে।’ অন্যদিকে মহুয়া মৈত্র ও সাবিত্রী মিত্রের মন্তব্য নিয়েও তিনি সমালোচনা করেন। শুভেন্দু অধিকারী জানান, ‘বাংলাদেশের স্লোগান দেওয়া তৃণমূলকে যেদিন সরাতে পারব, সেদিন এই যাত্রা সফল হবে।’ পাশাপাশি শুভেন্দু মন্তব্য করেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীদের সংরক্ষণ কেড়ে নিয়েছেন এবং স্থায়ী চাকরি না-দিয়ে সব পদ কন্ট্রাক্টচুয়াল করেছেন।’

এদিন পুরাতন ঝাড়গ্রাম থেকে পাঁচমাথা মোড় পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার পদযাত্রায় জাতীয় পতাকা হাতে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সামিল হন কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক। যাত্রাপথে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ-সহ একাধিক মনীষীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি। জাতীয় পতাকা হাতে বিজেপি কর্মীরা মনীষীদের নামে জয়ধ্বনি দেন। প্রসঙ্গত, গত ৭ অগস্ট জঙ্গলমহল সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের গলার উত্তরীয় খুলে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে পরিয়ে দিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী সেই ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন। তিরঙ্গা যাত্রায় শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো ও অন্যান্য জেলা নেতারা।

‘সনাতনী জাগলেই তৃণমূলের বিসর্জন’, সুর চড়ালেন মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার কাশীপুর তরুণ সংঘ লাইব্রেরিতে কাশীপুর ও পাড়া বিধানসভার মণ্ডল ও বুথ সভাপতিদের সম্মেলনে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ‘সবাই একসঙ্গে লড়লে তৃণমূলকে হারানো সম্ভব। এই লড়াই আমাদের শেষ লড়াই, হারলে এবাংলা আর বাংলা থাকবে না।’ অভয়ার ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘একটি পরিবারের সন্তান হারানোর বিষয়টি জাগিয়ে রাখতে হবে।’ শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন তিনি, বলেন ‘ভয় না থাকলে হামলা কেন?’ তিনি দাবি করেন, ভুয়ো ভোট রুখতে এসআইআর জরুরি, কারণ অনেকের নাম একাধিক ভোটার তালিকায় রয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, ‘সবাই বলে, কিন্তু আসলে কিছুই হচ্ছে না। এসআইআর হলে দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে।’ তাঁর দাবি, তৃণমূল ভয় পাচ্ছে কারণ ‘সনাতনী জেগে গেছে, আর সনাতনী জাগলেই তৃণমূলের বিসর্জন।’

ওবিসিদের অন্ন ধ্বংসের পরিকল্পনা করছে তৃণমূল: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন নদিয়া: ‘লক্ষ লক্ষ ওবিসিদের পেটের ভাত কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করছে এই তৃণমূল সরকার।’ বৃহস্পতিবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে দলীয় কার্যালয়ে এক কর্মসূচিতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল কয়েক মাস আগে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও এখনও পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ও কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তারদের কাউন্সিলিং শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০১০ সালের আগে যে ওবিসি রিজার্ভেশন ছিল সেই ৬৬টি ওবিসি রিজার্ভেশনকে মেনে নিয়ে তাঁদের ভর্তি করানো হচ্ছে। এটা শুধুমাত্র হিন্দু ওবিসিদের অধিকার কেড়ে নিয়ে এক শ্রেণির মুসলমানকে খুশি করবার জন্য। শুধুমাত্র মুসলিমদের বার্তা দেওয়ার জন্য যে এই সরকারটা মুসলিমদের সঙ্গে রয়েছে হিন্দুদের জন্য নেই। একটা প্রজন্মকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।’ এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আমাদের লড়াই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাই কংগ্রেস, সিপিএম থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে বলবো, ভোট কাটুয়ার কাজ করবেন না। কেউ দলীয় পতাকা ছাড়বেন না। পতাকা আপনারা রাখুন বাড়িতে যত্ন করে, উঁচু জায়গায় রাখুন, পতাকাটা হৃদয়ের মধ্যে রাখুন। শুধু মস্তিষ্ক থেকে একটা কথাই বলুন যে তৃণমূলকে হারাতে হবে। বাকিটা পরে বোঝা যাবে।’ বিদেশে বসে শিক্ষামন্ত্রীকে হামলার প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘এসব জটিল বিষয় আমরা বুঝিনা। এটা ওদের ব্যাপার ওরা বুঝে নেবে। তবে কারও গাড়িতেই হামলা করা এটা সমর্থনযোগ্য নয়। এগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের সংস্কৃতি। আর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার জন্য যাদের সাহায্য নেয় অতিবাম এটা তাদের সংস্কৃতি। এসব হচ্ছে ওদের পারিবারিক সমস্যা।’ পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলার প্রসঙ্গে এদিন বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘যারা নদিয়ার এবং মুর্শিদাবাদের মুসলমান ভাইরা পরিযায়ী শ্রমিক আছেন, যারা ভারতীয় তাঁদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না। যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলাদেশ থেকে এসে জাল আধার কার্ড বানিয়েছেন তাঁরাই দিল্লি, হরিয়ানা, কর্ণাটক পুলিশকে নিজেদের চিনিয়ে দিচ্ছে। যারা ভারতীয় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।’ অন্যদিকে ‘জাল ভোটার সম্পর্কেও তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ পুড়বে’ বলে জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

বাংলা বলায় হরিয়ানায় আটক বসিরহাটের পরিযায়ী শ্রমিক

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: টাকির পর এবার বসিরহাট। বাংলায় কথা বলায় ফের পরিযায়ী শ্রমিক আক্রান্ত। অভিযোগ, হরিয়ানায় বাংলা বলায় বাংলাদেশি বলে আটকে রাখা হয়েছে দীর্ঘ তিন দিন ধরে। দুশ্চিন্তায় গোটা মণ্ডল পরিবার। পুরসভার মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন ফিরিয়ে আনার জন্য।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভ্যাবলার বাসিন্দা বছর ৫৫-র গফফার মণ্ডল। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গত ১৫ দিন আগে হরিয়ানায় যান। অভিযোগ, সেখানে বাংলা ভাষা বলায় বাংলাদেশি বলে মারধর-সহ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাঁকে। এমনকি তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। জানা গেছে, হরিয়ানায় গত তিন দিন আগে ১১ অগস্ট রাত সাড়ে এগারোটার সময় তার শেষ ফোন এসেছিল স্ত্রীর মনোয়ারা বিবির কাছে। লুকিয়ে শৌচাগারে গিয়ে স্ত্রীকে জানান সবটা। তারপর থেকেই তাঁর মোবাইলের স্যুইচ বন্ধ। আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তাঁর দুই ছেলে রয়েছে। ইতিমধ্যে বসিরহাট থানা, বসিরহাট পুরসভায়, বিধায়কের কাছে গফফার মণ্ডলের পরিবারের তরফে লিখিতভাবে আবেদন করা হয়েছে। নড়েচড়ে বসেছে বসিরহাট জেলা প্রশাসনও। স্ত্রী মনোয়ারা বিবি বলেন, ‘আমার স্বামীর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, এটিএম কার্ড, প্যান কার্ড সব আছে। উপযুক্ত নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে দেখালে তারা মানতে চাননি। স্বামীকে আটকে রেখেছে। আমাদের আবেদন, আমার স্বামীকে যেন বাড়ি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।’

‘আমি ডাকাত হলে বাংলাছাড়া হবেন শুভেন্দু’, সিঙ্গুরে পালটা প্রতিবাদ সভা বেচারাম মান্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: বুধবারই কৃষক আন্দোলনের ডাকে সিঙ্গুরে সভা করে গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে ‘ডাকাত’ তকমাও দেন তিনি। বৃহস্পতিবার তারই পালটা প্রতিবাদ সভা করতে দেখা গেল তৃণমূলকে। এদিন সিঙ্গুর রতনপুর আলুর মোড়ে সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর সভার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। বুধবার শুভেন্দু অধিকারী আলুর দাম বৃদ্ধির দাবির সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিঙ্গুর আন্দোলনের নেতা বেচারাম মান্নার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ তৃণমূলের। এদিন তারই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, বিধায়ক ডা. করবী মান্না, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া-সহ তৃণমূলের নেতৃত্বরা।

এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নেন। তিনি বলেন, ‘শুভেন্দু যতবার আসেন, আমাকে গালাগালি করেন। আগেরবার বলেছেন, আমি চুন, সুরকি ব্যবসা করি। এবার বললেন, আমি ডাকাত ভালো কথা। আমি যেদিন ডাকাত হব সেদিন শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর বাবা শিশির অধিকারী পশ্চিমবঙ্গে থাকতে পারবেন না।’ আলু প্রসঙ্গে বেচারাম বলেন, ‘বাইরে যেসব রাজ্যে ভোট হয়েছে সেখানে সেখানে জালিয়াতি করে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। মহারাষ্ট্রে ৬০ লক্ষ ভোটার বাদ গিয়েছে উত্তরপ্রদেশেও তাই হয়েছে, পাঞ্জাবেও তাই হয়েছে। দিল্লিতেও তাই হয়েছে। লোকসভা ভোটেও ভোটার লিস্ট জালিয়াতি করে ক্ষমতায় এসেছে বেশিদিন থাকবে না কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আলু চাষিদের কথাও যেমন ভাবেন, আলু ব্যবসায়ীদের কথাও তিনি ভাবেন। উত্তরপ্রদেশে পাইকারি আলু ৮৫০ টাকা, পাঞ্জাবে ৮০০ টাকা অথচ পশ্চিমবঙ্গে ১৩৫০ টাকায় যারা আলু কেনেন তাঁদের কথাও মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিজেপি সিপিএম যতই কুৎসা করুক কোনও লাভ হবে না। সাধারণ মানুষকে বলছি রুখে দাঁড়ান। ওদের ধাপ্পাবাজিতে বিশ্বাস করবেন না। আমার পাড়া, আমার সমাধান এই প্রকল্প দেখে ওদের ভয় ধরে গিয়েছে। সুতরাং শুভেন্দু অধিকারীর কোন লাভ হবে না।’

নার্সিংহোমে নার্সের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: তিন দিন আগে সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্স হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের তরুণী। বুধবার রাতে সেই নার্সিংহোম থেকেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হয় দীপালি জানা (২৪) নামে ওই নার্সের ঝুলন্ত দেহ।

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের মেয়ে দীপালি বেঙ্গালুরুর একটি কলেজ থেকে নার্সিং ট্রেনিং নেন। হুগলির সিঙ্গুর বোড়াই তেমাথা এলাকায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোম রয়েছে, সেখানেই তিন দিন আগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। এক বন্ধুর সূত্র ধরে কাজের খবর পেয়েছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, বুধবার রাতে নার্সিংহোমের চার তলার একটি ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ভোরেই নন্দীগ্রাম থেকে সিঙ্গুরে আসেন বাড়ির লোকেরা। শ্রীরামপুর-চণ্ডীতলা যাওয়ার রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান তাঁর পরিবারের লোকজন।

দীপালির বাবা সুকুমার জানার অভিযোগ, ‘বুধবার রাত ১১টা নাগাদ নার্সিংহোম থেকে ফোন করে জানানো হয়, মেয়ে গলায় দঁড়ি দিয়েছে। তাঁরা যেন তাড়াতাড়ি চলে আসেন। রাত সাড়ে ৩টে নাগাদ গাড়ি ভাড়া করে সিঙ্গুরে পৌঁছই। সেখানে মেয়ের খোঁজ করলে জানানো হয়, পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছে।’ এখানেই সুকুমার জানার প্রশ্ন, কেন পরিবারকে না জানিয়ে দেহ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো? সুকুমার বলেন, ‘আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে। আমি উপযুক্ত তদন্ত চাই এবং নার্সিংহোম মালিকের শাস্তি চাই।’ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায় বলেন, ‘একটি নার্সিংহোমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবার মৌখিকভাবে যা বলছে, তার লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

দুর্বল রামকৃষ্ণ সেতুতে বিনামূল্যে টোটো পরিষেবায় তৃণমূল ও বিজেপির প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের দুর্বল রামকৃষ্ণ সেতু নিয়ে শুরু হল রাজনৈতিক তরজা। ইতিমধ্যে আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ায় ভারী যান চলাচল নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। এই রকম পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। এদিন সাত সকালে তৃণমূল পরিচালিত আরামবাগ পুরসভা ১০টি টোটো বিনামূল্যে পরিষেবা চালু করে। আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী এই পরিষেবা চালু করেন। অপরদিকে, পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ নিজের উদ্যোগে ৮টি টোটো বিনামূল্যে চালু করেন। শাসক ও বিরোধী দল মিলে মোট ১৮টি টোটো বিনামূল্যে রামকৃষ্ণ সেতু পারাপারে সহযোগিতা করবে সাধারণ মানুষকে। প্রসঙ্গত, কালীপুর-পল্লীশ্রীর মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদের ওপর গড়ে ওঠা এই আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতু ক্রমশ বিপদজনক হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে, বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, ‘সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে এই সেতুর ওপর দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। অনেক মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। সুযোগ বুঝে যে যার মতো ভাড়া নিচ্ছে। যেটা দশ টাকার ভাড়া, সেতুর এপার থেকে ওপারে যেতে অনেকেই তার দ্বিগুণ, তিনগুণ চাইছে। তাই মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমি ৮টা টোটোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি।’ পাশাপাশি পুরসভার পক্ষ থেকে টোটো পরিষেবা প্রসঙ্গে বিধায়ক জানান, ‘এটা তৃণমূলের নাটক,

পুরসভার প্রথমেই উচিত ছিল যেদিন থেকে সেতুতে যান চলাচল বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে পরিষেবা চালু করা। আজকে আমি করছি বলে কোনোভাবে হয়তো খবর পেয়েছে সেজন্য এসব করছে।’ অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি বলেন, ‘সেতু বিপদজনক আছে। মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই জন্য টোটোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর কিছু না।’ সবমিলিয়ে বিনামূল্যে টোটো পরিষেবা নিয়ে শাসক ও বিরোধী দল রাজনৈতিক স্বার্থে চালু করলেও, উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

CIN No. U51909WB1980PLC033173
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩
ই-মেল: corp@titagarh.in

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৪০	০.৪১	০.৪৫	১.৭৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-১.০০	-১.১৭	-১.৩১	-৪.১১
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-১.০০	৫৮.৪৫	-১.৩১	৫৫.৫১
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-১.০০	৫৮.৪৫	-১.৩১	৫৫.৫১
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	-১.০০	৫৮.৪৫	-১.৩১	৫৫.৫১
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেসভ্যালু) মৌলিক ও মিশ্রিত (*বার্ষিকীকরণ হয়নি)	-০.৫০	২৯.২৩	-০.৬৫	২৭.৭৬

দ্রষ্টব্য:
১. উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) থেকে পাওয়া যাবে।
২. ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৪ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
মাতলুবুল জামিল মণ্ডলা
ডিরেক্টর
DIN: 01004409

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(CIN:- L27100WB2011PLC161235) ফোন নং: (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স: (০৩৩)-২২১৩২৯০৩
ইমেল : cs.bkm@rediffmail.com, ওয়েবসাইট : www.bkmindustries.co.in

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	—	৬.০৯	১.৬৮
২	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ দফা পূর্ববর্তী #)	- ৮০.৩৪	- ৫১৫.০২	- ৭১.৪২
৩	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ দফা পরবর্তী #)	- ৮০.৩৪	- ৫১৫.০২	- ৭১.৪২
৪	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ দফা পরবর্তী #)	- ৮০.৩৪	- ৫৫৬.৬৯	- ৭১.৪২
৫	মোট ব্যাপক (ক্ষতি)/লাভ সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী সমন্বিত {ক্ষতি/আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী ক্ষতি/আয়)}	- ৮০.৩৪	- ৫৫৬.৬৯	- ৭১.৪২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)			
৮	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) **-			
	মৌলিক:	- ৬.৫০	- ৪৫.০৭	-৫.৭৮
	মিশ্রিত:	- ৬.৫০	- ৪৫.০৭	-৫.৭৮

* বার্ষিকীকৃত নয়
\# কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা নেই।

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন-২৫ অনিরীক্ষিত	মার্চ-২৫ নিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত জুন-২৪ অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট রাজস্ব	—	৬.০৯	১.৬৮
২	চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	-৮০.৩৪	-৫১৫.০২	-৭১.৪২
৩	চলতি কার্যাদি থেকে কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি)	-৮০.৩৪	-৫৫৬.৬৯	-৭১.৪২

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bkmindustries.co.in) -এ।
২. উপরোক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত, ১৩.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড কর্তৃক তাদের সভায় অনুমোদিত।
৩. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে কনসোলিডেটেড আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে কোম্পানির সহায়ক/সহযোগী/ যৌথ উদ্যোগ যেমন ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৪. কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা নেই।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.০৮.২০২৫

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN NO : L63090WB1989PLC099645
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০০০৯

৩০/০৬/২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ (টাকার অঙ্ক লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০ জুন ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩১৪৮.৬৬	২৮৫০.১০	২৪৮৫.৬৫	১০৩৯৫.৬২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	৭৪.৩২	১০৭.৪৬	৫২.৮১	৩৫৭.৬৬
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৭৪.৩২	১০৭.৪৬	৫২.৮১	৩৫৭.৬৬
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৫৭.৩৫	৮৮.৪৬	৩৮.৫৩	২৮৮.৮৫
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় {সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)}	৫৭.৪৫	৯৩.৩০	৪১.০২	২৮৯.২২
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত				৭৫১.৯০
৮	শেয়ার প্রতি আয় - মৌলিক ও মিশ্রিত	১.১৫	১.৭৮	০.৭৭	৫.৮০

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ১৪.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.frontlinecorporation.org -এ পাওয়া যাবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পবন কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN NO: 00060418)

স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৫

কন্টিনেন্টাল ভালভ্‌স লিমিটেড

CIN : L29221WB1982PLC057718
রেজিস্টার্ড অফিস: সুকেত, ২০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ
টেলি এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষত আর্থিক ফলাফল (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৩০৪.৫৪	৮৪৭.০৪	৩৭৪.৪৪	২০০৮.৯৮
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব)	৯.১	১০.৪৮	৭.৬৫	৩২.৯৩
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী	৪.৭৩	৩.৯৪	৫.৫৭	১৯.৬১
৪.	মোট অন্যান্য ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	(২.৩৫)	-৮.৮৫	০.১১	(৯.৪৩)
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	২.৩৮	-৪.৯১	৫.৬৮	১০.১৮
৬.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮২.৪৪	৮২.৪৪	৮২.৪৪	৮২.৪৪
৭.	মূল ও মিশ্র ইপিএস	০.৫৮	০.৪৮	০.৬৮	২.৪১

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪, আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভাগুলিতে পরিচালক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীন্যে সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা।
২ এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর জন্য ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুল ২০১৫ (ইন্ড এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি প্রযোজ্য পরিমাণে।
৩ কোম্পানী শুধুমাত্র একটি বিভাগে কাজ করে অর্থাৎ কন্ট্রোল ভ্যালস এবং স্পেয়ার । তাই কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে ইন্ড এএস - ১০৮ অনুযায়ী সেগমেন্ট ভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই।
৪ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে
৫ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান ৩০ জুন ২০২৫ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং সময়ের জন্য শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৫

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
ধরমবীর কুমার
হোলটাইম ডিরেক্টর

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: L20219WB1985PLC096557
১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ ইমেল আইডি: assamentrade1985@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুসারে] (লক্ষ টাকায়)

নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষ ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষ ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮৮.৪৩	১৯৬.৯৭	১৮৫.৩১	১২৮১.২	১৮৮.৬৪	১৯৭.২৯	১৮৫.৩১	১২৮২.১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	৬২.৬২	১৯৭.৫৪	৪৫.১৩	৪০৭.০১	৬২.৫১	১৯৬.৯৯	৪৫.২১	৪০৬.৯৩
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৬২.৬২	১৯৭.৫৪	৪৫.১৩	৪০৭.০১	৬২.৫১	১৯৬.৯৯	৪৫.২১	৪০৬.৯৩
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৪৮.৪	১৬৮.১৪	২৮.০৬	৩০২.৪৯	৪৮.৩০	১৬৯.৪৭	২৮.১৪	৩০২.৪০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	৪৮.৪	১৬৮.১৪	২৮.০৬	৩০২.৪৯	৪৮.৩০	১৬৯.৪৭	২৮.১৪	৩০২.৪০
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	০	০.০০	০.০০	৬০৭২.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	৬৩৮১.০১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৩৬	১১.৬৮	১.৯৫	২১.০১	৩.৩৬	১১.৭৯	১.৯৫	২১.০১
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৩৬	১১.৬৮	১.৯৫	২১.০১	৩.৩৬	১১.৭৯	১.৯৫	২১.০১

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে উভয় বর্ষের সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।
দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com) -তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00326317

তারিখ : ১৪/০৮/২০২৫
স্থান : কানপুর

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1989PLC047091
রেজিঃ অফিস : অ্যাডভেন্টেজ ইনফিনিটি @৫, ৭ম তল, সাউথ উইং, বিএন ব্লক, এসটি. নং ১৮, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১ ফোন নং- ০৩৩-৪৮৪৯ ৬৪৯০
ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com, ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩০/০৬/২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০/০৬/২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১২.৫৫	১৯৪.৭০	১৮২.৬৬	৭১৬.৮০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে#)	১২.৮১	(৪.৪৮)	২১.২৯	৭৫.৭৯
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে#)	১২.৮১	(৪.৪৮)	২১.২৯	৭৫.৭৯
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে#)	১৪.৪২	(৭.৮০)	২২.৪৮	৫৯.২৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১৪.৪২	১৯০.০৯	২২.৪৮	২৫৭.১৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদে)	৪,৪২২.৫২	৪,৪০৮.৩৯	৪১৪৭.৫৭	৪,৪০৮.৩৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) –				
	(ক) মৌলিক :	০.২৪	(০.১৩)	০.৩৮	০.৯৯
	(খ) মিশ্রিত :	০.২৪	(০.১৩)	০.৩৮	০.৯৯

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) উপরের ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং ১৪ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালন পর্ষদ দ্বারা তাদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
(২) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনর্শ্রেণিফুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
(৩) ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ।
(৪) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের অনিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের জন্য
পবন কুমার টোডি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN- 00590156

তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৫
স্থান: কলকাতা

প্রয়াত হকি কিংবদন্তি ভেস পেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন অলিম্পিয়ান হকি তারকা এবং খ্যাতনামা স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ভেস পেজ বৃহস্পতিবার রাত তিনটেয় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। শেষ কয়েক মাস ধরে বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল, তবে বুধবার সকাল থেকে শারীরিক অবনতি শুরু হয়, দেহের একাধিক অঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং কথা বলাও বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ছেলে, কিংবদন্তি টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ, তড়িঘড়ি কলকাতায় এসে বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি। ভেস পেজ ছিলেন ভারতীয় হকির একজন তুখোড় মিডফিল্ডার। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সদস্য হিসেবে তিনি ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। এর আগে ১৯৭১ সালে বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হকি বিশ্বকাপেও ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দেন। মাঠে তাঁর দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং লড়াকু মানসিকতার জন্য তিনি সমসাময়িকদের কাছে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে ভেস পেজ স্পোর্টস মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নতুন যাত্রা শুরু করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি দেশের অন্যতম সেরা চিকিৎসক হিসেবে পরিচিতি পান। তিনি একাধিক ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে খেলোয়াড়দের চোটমুক্ত ও সুস্থ রাখার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ভেস পেজের স্ত্রী জেনিফার পেজও ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত মুখ, তিনি ছিলেন ভারতীয় মহিলা বাস্কেটবল দলের অধিনায়ক।

লা ওপালা আরজি লিমিটেড

রেজিঃ অফিস- ইকো সেন্টার, ৮ম ফ্লোর, ইএম - ৪, সেক্টর- ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং: +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেল: info@laopala.in www.laopala.in
CIN- L26101WB1987PLC042512

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

₹ লাখে

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৭,৯৫১.৬৯	৮,৮৮৮.১৪	৮,৩৮৬.১২	৩৭,৯৫৯.৭৭
সময়কালের নিট লাভ (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব)	৩,২১৯.৬৬	৩,২৫৯.৩৯	৩,১৬৭.৩৫	১৩,২৪৪.১৮
কর পূর্ব সময়কালের নিট লাভ (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	৩,২১৯.৬৬	৩,২৫৯.৩৯	৩,১৬৭.৩৫	১৩,২৪৪.১৮
কর পরবর্তী সময়কালের নিট লাভ (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২,৫৩৫.৪৮	২,৫৬৯.৩৬	২,৩৬৬.১৫	৯,৬৫৮.৫২
সময়কালের মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী) সমন্বিত লাভ এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪,০১৫.৭৬	(৬০৭.৩৪)	২,৯৯৩.০৬	৮,৩৮৪.৬১
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ২/- প্রতিটি)	২,২২০.০০	২,২২০.০০	২,২২০.০০	২,২২০.০০
পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) / অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৮০,২১৭.১২
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ₹ ২/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
১) মৌলিক:	২.২৮	২.৩১	২.১৩	৮.৭০
২) মিশ্রিত :	২.২৮	২.৩১	২.১৩	৮.৭০

দ্রষ্টব্য : (১) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.bseindia.com, www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.laopala.in -এপাওয়া যাবে। **(২)** অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা উপরোক্ত ফলাফলগুলি ১৪ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির অডিটরগণ ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলগুলোর একটি ''সীমিত পর্যালচনা'' সম্পন্ন করেছেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
লা ওপালা আরজি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অজিত ঝুনঝুনওয়ালা
ভাইস চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00111872

তারিখ : ১৪ অগস্ট, ২০২৫
স্থান : কলকাতা

Diva from LA OPALA | SOLITAIRE CRYSTAL | LA OPALA

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: kkg@hul.net.in

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৩৩.৯৭	২০.৮৭	(১৮.১১)	৮৯৬.৬০	৩৩.৯৭	১৯.৯৯	(১৮.১১)	৮৮.৩৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৩৩.৯৭	২০.৮৭	(১৮.১১)	৮৯৬.৬০	৯৬৩.৭৬	৮৭.৫৭	১,৬১৩.৯৯	৫,৭৩৯.৫৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	২৭.৬৭	১৯.৪৮	(২৮.৮২)	৬৫৩.৩৮	৯৫৭.৪৮	৮৬.১৮	১,৬০৩.২৮	৫,৪৯৬.৩৬
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	(৫৭.৬১)	১৫৪.২২	(৫৪.০৩)	৮৯৫.৮৯	২,৬৪৮.২৮	১,১০৩.৮৯	১,৪৮৭.৭৯	৬,২৩৬.৪২
ইক্যুইটি শেয়ার মুলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১৩,২৯৮.২২	-	-	-	৬৬,৭৩২.৫০
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.৪৫	০.৩২	(০.৪৭)	১০.৫৫	১৫.৪৬	১.৩৯	২৫.৮৮	৮৮.৭২

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এবং নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে:

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
জি. কে. আগরওয়াল
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৫

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ১৭.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়া, কলকাতা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৭৯,০৪,৬৮৫.০০ টাকা (উনআশি লাখ চার হাজার ছশো পঁচাশি টাকা) ১০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী এবং ১১.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদসহ আদায়ের জন্য **শ্রী দেবকান্তি চন্দ্র (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা সুনির্মল চন্দ্র, নোয়াপাড়া, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৫০। **আরও ঠিকানা :** ফ্লাট ৩য় তল দক্ষিণ দিকে, প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড, পো. এবং থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রী দেবকান্তি চন্দ্র (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা সুনির্মল চন্দ্র, নোয়াপাড়া, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০১৫০। **আরও ঠিকানা :** ফ্লাট ৩য় তলে, দক্ষিণ দিকে, প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড,পো এবং থানা : কসবা, কলকাতা -৭০০০৪২। **খ) শাখা : গড়িয়া, কলকাতা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত তিনতলায় দক্ষিণ দিকে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩২ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি, মার্বেল মেঝে এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট উক্ত জি-৩ তলা ভবনে, লিফট সুবিধা ব্যতীত, এবং অবিভক্ত সমপত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ২০ বর্গফুট পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড,পো এবং থানা : কসবা, সাব রেজিস্ট্রি/এডিএসআর অফিস : শিয়ালদহ, বর্তমানে কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯১ অধীন, কলকাতা : ৭০০০৪২ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি শ্রী দেবকান্তি চন্দ এর নামে।** উল্লেখ্য হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-১৩৭৬৬ তারিখ ২৫.১১.২০২২। **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২২ ফুট আর কে চ্যাটার্জি রোড, দক্ষিণে : এম এ কর এর জমি প্রেমিসেস নং ৮১/এ/১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড; পূর্বে : রাজ কৃষ্ণ চ্যাটার্জির ভবন; পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ অন্যান্য অধিকার সহ। **সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭১২৭২০২৫।**	**৭৯,০৪,৬৮৫.০০ টাকা (উনআশি লাখ চার হাজার ছশো পঁচাশি টাকা) ১০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী এবং ১১.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদসহ	**ক) ৪৯,৯৬,০০০.০০ টাকা (*)** (উনপঞ্চাশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা) **খ) ৪,৯৯,৬০০.০০ টাকা** (চার লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB7346402038** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই** **চ) স্বত্ব দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ থেকে ১৬.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১০.০৭.২০২৫/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড

রেজি. অফিস : **''সিমপ্লেক্স হাউস'', ২৭, শেক্সপিয়র সরিণ, কলকাতা-৭০০ ০১৭**
দূরভাষ : +৯১ ৩৩-২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স : +৯১-৩৩ ২২৮৯-১৪৬৮
ই-মেল: simplexkolkata@simplexinfra.com, ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com
CIN No. L45209WB1924PLC004969

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৬,২৩০	২৩,৪০৬	২০,৯৬৯	৭৮,৪১৭
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পূর্ববর্তী)	৬৪৯	৪,৩২৫	(১,১৬১)	৪৬৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পরবর্তী)	৬৪৯	৫,৭৫৪	(১,১৬১)	১,৮৯৭
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পরবর্তী)	৩৫২	৪,৩২১	(১,০৫২)	৯৬৩
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	২৭২	৪,১৭৯	(১,৭৩৭)	৬৩৯
৬	পরিশোধ করা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹ ২/-)	১,৫৪৫	১,৩৪৯	১,১৪৭	১,৩৪৯
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)			২০,৬৫৪	
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
	ক) মৌলিক (₹)	০.৫০*	৭.৫৬*	(১.৮৪)*	১.৬৮
	খ) মিশ্রিত (₹)	০.৫০*	৭.৫৬*	(১.৮৪)*	১.৬৮

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।

খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২ (৪) -তে অন্যান্য আইটেমগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক প্রকাশগুলি স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ) অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং সংস্থার কাছে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -এ অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২৫,১৩৬	৩১,৯৫৮	৩০,৫৯৫	১১২,৮৬৭
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পূর্ববর্তী)	৮১০	৪,৩৪১	(১,০৪১)	৭৪৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পরবর্তী)	৮১০	৫,৭৭০	(১,০৪১)	২,১৭৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পরবর্তী)	৪৯৩	৪,৩৪০	(৯৫৪)	১,২০৬
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	৪০৪	৪,১৮৮	(১,৬৮৭)	৮৫৩
৬	পরিশোধ করা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹ ২/-)	১,৫৪৫	১,৩৪৯	১,১৪৭	১,৩৪৯
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)			২০,৬৫৪	
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
	ক) মৌলিক (₹)	০.৬৬*	৭.৬০*	(১.৭৩)*	২.০২
	খ) মিশ্রিত (₹)	০.৬৬*	৭.৬০*	(১.৭৩)*	২.০২

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।

খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২ (৪) -তে অন্যান্য আইটেমগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক প্রকাশগুলি স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ) অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং সংস্থার কাছে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -এ অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
এস. দত্ত
সম্পূর্ণ-সময়ের ডিরেক্টর এবং সি.এফ.ও.
DIN-00062827

কলকাতা
তারিখ: ১৩ অগস্ট, ২০২৫

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ১৭.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জি এল টি রোড শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৮,৮৪,২২৬.০০ টাকা (আট লাখ চুরাশি হাজার দুশো ছাব্বিশ টাকা) ১০.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং ১১.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ আদায়ের জন্য **শ্রীমতী রীতা দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী)** স্বামী প্রয়াত রঞ্জিত দাস, **শ্রী অভিজিৎ দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত দাস **এবং শ্রী তুষার দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত দাস **সকলের ঠিকানা** - ৬৯, মল্লিক কলোনি, বরানগর, কলকাতা - ৭০০০৩৫। **বর্তমান ঠিকানা** - ১৮৬/৪ জি এল টি রোড, পো. আলমবাজার, থানা - বরানগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৩৫। **আরও ঠিকানা** - ৬/১/২, এন কে চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৫। **আরও ঠিকানা** - ৬/১/২, এন কে চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৫। কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**১. ক) ১. শ্রীমতি রীতা দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী প্রয়াত রঞ্জিত দাস, ৬৯, মল্লিক কলোনি, বরানগর, কলকাতা : ৭০০০৩৫, **বর্তমান ঠিকানা :** ১৮৬/৪, জি এল টি রোড, পো : আলমবাজার, থানা : বরানগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৩৫। **আরও ঠিকানা :** ৬/১/২, এন কে চ্যাটার্জি লেন,কলকাতা : ৭০০০৩৫। **২. শ্রী অভিজিৎ দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত দাস, ৬৯, মল্লিক কলোনি, বরানগর, কলকাতা : ৭০০০৩৫, **বর্তমান ঠিকানা :** ১৮৬/৪, জি এল টি রোড, পো : আলমবাজার, থানা : বরানগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৩৫। **আরও ঠিকানা :** ৬/১/২, এন কে চ্যাটার্জি লেন,কলকাতা : ৭০০০৩৫। **৩. শ্রী তুষার দাস ((ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত দাস, ৬৯, মল্লিক কলোনি, বরানগর, কলকাতা : ৭০০০৩৫, **বর্তমান ঠিকানা :** ১৮৬/৪, জি এল টি রোড, পো : আলমবাজার, থানা : বরানগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৩৫। **আরও ঠিকানা :** ৬/১/২, এন কে চ্যাটার্জি লেন,কলকাতা : ৭০০০৩৫। **খ) জি এল টি রোড শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট দক্ষিণ দিকে ৪র্থতলে, ১৮৬/৪ জি এল টি রোড, পরিমাপ আনুমানিক ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ব্যালকনি জি-৩ তলা বসবাসের ভবন এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাপ ২.০০ কাঠা , মৌজা : বনহুগলি, পুরানো দাগ নং ২১২২, ২১২৩, ২১২৪, আরএস দাগ নং ২১২৪/২২৭২, খতিয়ান নং ৩৩৩, তৌজি নং ৩০২৭, প্রেমিসেস নং ১৮৬/৪, ওয়ার্ড নং ১২, জি এল টি রোড, থানা : বরানগর, পো : আলমবাজার , জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৩৫। **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৮৬/৬, জি এল টি রোড; পূর্বে : ১৮৬/৪/১,জি এল টি রোড; পশ্চিমে : ২২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। **সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০১৮৭৬৪৩৩১। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০১৮৮০৬১৮৫।**	**৮,৮৪,২২৬.০০ টাকা (আট লাখ চুরাশি হাজার দুশো ছাব্বিশ টাকা) ১০.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং ১১.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	**ক) ১৫,৮৪,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লাখ চুরাশি হাজার টাকা) **খ) ১,৫৮,৪০০.০০ টাকা** (এক লাখ আটান্ন হাজার চারশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50425929890A** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ থেকে ১৬.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১১.০৭.২০২৫/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ১৫ অগস্ট ২০২৫ • পেজ ৮

‘বীরাঙ্গনা’ একটি নারীকেন্দ্রিক ক্রাইম থ্রিলারের উপাখ্যান

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি পরিচালক নির্ঝর মিত্র নারীদের ওপর আলোকপাত করেছেন বিশেষ করে নারীরাও যে মহান কীর্তির পদচিহ্ন রাখতে পারে সেটার উপরেই তিনি বেশি করে ফোকাস করেছেন। কিছুদিন আগেই তার নারীকেন্দ্রিক একটি ওয়েব সিরিজ মুক্তি পেয়েছিল যার নাম ছিল ‘ডাইনি’ এবং সম্প্রতি’ বীরাঙ্গনা’ নামেও আরো একটি নারী কেন্দ্রিক ওয়েব সিরিজ মুক্তি পেয়েছে। ‘এই ‘বীরাঙ্গনা’ ওয়েব সিরিজটি একটি মহিলা এসআইয়ের সকল তিরস্কার উপহাসের উর্ধ্বে নিজেকে প্রমাণ করার লড়াই তুলে ধরেছে। নিজেকে জীবন যুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ করার লড়াই, ক্রাইম, রোমাঞ্চ, প্রেম সবকিছুই এই ওয়েব সিরিজের আবর্তিত চাকায় জড়িয়ে আছে। যেন এক সুতোয় পারস্পরিকভাবে তারা গেঁথে আছে। অন্যান্য গল্পের মতই নির্ঝর মিত্র এই গল্পতেও দর্শকদের অন্ধকার সমাজে এনে দাঁড় করিয়েছে।বলাই বাহুল্য এই গল্পে প্রোটাগনিস্ট এবং অ্যান্টাগোনিস্ট দুজনের মধ্যেই একটি সাদৃশ্য রয়েছে আর সেটা হল দুজনেই সামাজিক উপহাসের শিকার। ছবির প্রোটাগনিস্ট এসআই চিত্রা বসু একের পর এক সিরিয়াল কিলিং গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারলেও তার সিনিয়র তাকে নিয়মিত অযোগ্য বলেই প্রমাণিত করে এবং তাকে নানানভাবে হেনস্তা করে। ফলস্বরপ ইচ্ছে থাকলেও চিত্রা বসুর নিজেকে প্রমাণ করাটা সবকিছুর আড়ালে চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে অ্যান্টাগোনিস্ট অর্থাৎ সিরিয়াল কিলার চিরায়ু তালুকদার পারিবারিক এবং সামাজিক অবহেলার শিকার। সে শুধুমাত্র নির্বাচন করে সেই সমস্ত মহিলাদের খুন করছে যারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চলেছে এবং যাদের একটি সন্তান আছে। চিত্রা বসু কিভাবে এই খুনগুলোর কিনারা করতে পারবে এবং খুনিকে ধরতে পারবে সেই নিয়েই এই ওয়েব সিরিজটার গল্পটা অগ্রসর হয়েছে। পরিচালক নিপুন হাতে এই ওয়েব সিরিজটির সংলাপ বুনন এবং চরিত্রায়ন করেছে। ওয়েব সিরিজটির অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটা পর্বের নামকরণ বাংলা সিনেমার আধুনিক গান দিয়ে করা হয়েছে এবং প্রতিটা পর্বেই এক একটা গানের কিছুটা অংশ বেজেছে। বোঝেনা সে বোঝেনা, অমানুষ, ভিঞ্চি দা এই সমস্ত ছবির কয়েকটি গান এই ওয়েব সিরিজটিকে আরো জমজমাট করে তুলেছে। ছবিতে চিত্রা বসুর ভূমিকায় সন্দীপ্তা সেন খুব পরিণত অভিনয় করেছেন। তাকে বীরাঙ্গনা নারী চরিত্রে বেশ ভালোই মানিয়েছে। সিনিয়র ইন্সপেক্টর বড়ালের চরিত্রে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করেছেন। নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করলেও তার অভিনয়ে কিছু কমিক রিলিফ দেখা যায় যেটা দর্শককে আকৃষ্ট করবে নিঃসন্দেহে। চিত্রা বসু অর্থাৎ সন্দীপ্তা সেনের হাসবেন্ডের ভূমিকায় আদিত্য সেনগুপ্ত ঠিকঠাক। তবে এই ওয়েব সিরিজটিতে যার অভিনয় সব থেকে বেশি অনন্য এবং অভূতপূর্ব বলাই বাহুল্য যার জন্য এই ওয়েব সিরিজটি পাঠক এক নিঃশ্বাসে দেখা শেষ করবে সে হলো এই ওয়েব সিরিজটির খলনায়ক চিরায়ু তালুকদার অর্থাৎ নিরঞ্জন মন্ডল।। ইউটিউবার থেকে নিজস্ব জীবনে যাত্রা শুরু করে এই প্রথম অভিনয় জগতে পা রেখেছেন তিনি এবং প্রথমেই তার অভিনয় দিয়ে বাজিমাত করেছেন তিনি। তার অভিনয় এই ওয়েবসিরিজটিতে অন্যান্য সকলের অভিনয়কে ছাপিয়ে গেয়েছে। সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারের ভূমিকায় তার অনবদ্য এবং নিখুঁত অভিনয়, সপ্রতিভ এক্সপ্রেশন একেবারে সুন্দর ভাবে রূপায়িত করেছে তার অভিব্যক্তিকে যেটা সহজেই দর্শকের মন জয় করতে পেরেছে। পরিশেষে বলা যায় যে বীরাঙ্গনা ওয়েবসাইট একটি আদ্যপ্রান্ত ক্রাইম নির্ভরশিলার ওয়েব সিরিজ এবং এই এই ওয়েব সিরিজটির যথাযথ রূপকার পরিচালক নির্ঝর মিত্র।।

পরিচালক নিপুন হাতে এই ওয়েব সিরিজটির সংলাপ বুনন এবং চরিত্রায়ন করেছে। ওয়েব সিরিজটির অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটা পর্বের নামকরণ বাংলা সিনেমার আধুনিক গান দিয়ে করা হয়েছে এবং প্রতিটা পর্বেই এক একটা গানের কিছুটা অংশ বেজেছে।